নীহারিকা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

একটাকা

প্রকাশক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী
১০।১ আরপুলি লেন,
কলিকাতা।

বহরমপুর সত্যরত্ন প্রেস হইতে
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩৩৪ সন

উৎসর্গ

কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

সূচী

লেখকের লেখা

পুস্তক		মূল্য
পল্লীকথা	(ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ)	।০
লেখা	(কবিতা)	১৲
রেখা	ঐ	৷৵০
অপরাজিতা	ঐ	১৲
নাগকেশর	ঐ	১৲
আগমনী	ঐ	১৲
বন্ধুর দান	(গাথা)	১।০
পথের সাথী	(উপন্যাস)	১॥০
নীহারিকা	(কবিতা)	১৲

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

নীহারিকা

না জানি সে কোন্ সৃজন-উষায়
রাঙা আলো উৎসুক
অন্ধকারের অচিন মুকুরে
গোপনে হেরিল মুখ !
কি জানি কি ভেবে বুক হ'তে তার
দীর্ঘশ্বাস উঠে'
আলোর ব্যথায় কালো দর্পণে
নীহারবিন্দু ফুটে !
তাই নিশীথের গগনে গগনে
অশ্রুবাষ্পে লিখা,
সৃজন-উষার প্রথম বেদন—
নীহারিকা, নীহারিকা ।

তাই আজও হায়, ঊষায় ঊষায়
আলো-আঁধারের কূলে
হেসে-ফুটে-ওঠা ফুলের নয়নে
নীহার-অশ্রু দুলে !
সন্ধ্যায় পুন উদাস আকাশে
আশার আভাস ভাসে,
অকূল ঘুমের নিঝুম অতলে
সোণার স্বপন হাসে !
দূরে দূরে জ্বলে আঁধারের তলে
তুষার-শীতল শিখা,
গগন-মরুর মরীচিকামালা—
নীহারিকা, নীহারিকা ।

অরূপ তিমিরে পুলকাঞ্চিত
প্রথম রূপের পরী !
আলো-ছায়া-আঁকা আধ-ঘুমে-মাখা
নবজাগা অপ্সরী—
ধূপ-ধূম-ছায়ে রূপের শিখাটি
ঝাঁপি' রাখি' অঞ্চলে
কোন্ অপরূপ রূপের আশায়
জাগিছ আকাশ-তলে ?
প্রলয়ক্লান্ত শঙ্করভালে
পহিল চাঁদের টীকা,
অরূপ সায়রে রূপছায়াছবি—
নীহারিকা, নীহারিকা !

ভ্রমণভ্রান্ত জগতের পথে
তুমি আজও গতিহীন,
যত টানাটানি তত ঠেলাঠেলি—
স্থির তুমি অমলিন !
ভাবের প্রভাতে অরুণের রথ
তোমারি ছায়ায় থামে,
তোমারে পরশি' আলোর প্রদোষ
আঁধারবর্ত্মে নামে ;
মরণকৃষ্ণ জীবনসাগরে
অয়ি দিগ্‌বর্ত্তিকা !
রজনীর ঊষা, দিনের সন্ধ্যা—
নীহারিকা, নীহারিকা ।

বাণীবন্দনা

তব নামাঙ্কিত এই পুণ্যসিঞ্চি পঞ্চমীর দিনে,
তোমারি চরণচিহ্ন চিনে'
এসেছি তোমারি দ্বারে, অর্চিবারে হে বাঙ্ময়ী বাণি,
ধ্বনির নূপুর-পরা ওই তব চরণ দুখানি
বহু ভাগ্য মানি';
শিবরূপা সরস্বতী লহ আজি ভক্তের আরতি
জননী ভারতি।

বিশ্বারাধ্যা শক্তি আদ্যা তুমি বাণী প্রণব ওঙ্কার—
সৃজনের প্রথম ঝঙ্কার!
তব সুরে সুর বাঁধি' ভ্রাম্যমান সূর্য্য চন্দ্র তারা;
নক্তন্দিব তরঙ্গিত; সিন্ধুবক্ষে তব ছন্দ-ধারা
নাচে আত্মহারা;
সপ্তস্বরা তব বীণে সপ্তলোক উঠে শিহরিয়া
আনন্দে ভরিয়া!

কুন্দেন্দুতুষারশঙ্খ-শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্যের রাণী,
মূর্ত্তিমাঝে উর বীণাপাণি;
সিতবাসা স্মিত-হাসা শ্বেত শতদল শোভে পায়ে,
হাসে পঞ্চমীর শশী নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
ধরিত্রীর গায়ে;
গুঞ্জরে নিখিল বিদ্যা ভৃঙ্গসম ঘেরি দলে দলে
পাদপদ্মতলে।

সঙ্গীতের মধুচ্ছন্দা, জ্ঞানের অমৃতনিঃস্যন্দিনী—
প্রণমামি চরণে জননী;
কি দিয়ে করিব পূজা, শ্বেতভূজা, কোন্ ছন্দডোরে
কোন্ শব্দপুষ্পে গাঁথি' কোন্ মাল্য পরাইব তোরে—
শিখায়ে দে মোরে;

আজন্ম কাঙাল আমি, প্রসীদ মা পূজারী সন্তানে-
তব জয়গানে।

কাঁদিছে তোমারে বেড়ি' ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী,—
হ'তে চায় চরণে কিঙ্কিণী ;
জ্যোতির্ম্ময় নীহারিকা বরকণ্ঠে বরমাল্যদানে
যুগ যুগ ঘুরে' মরে শূন্যপরে সুযোগ সন্ধানে,
চাহি' মুখপানে ;
বিচ্ছুরিত সূর্য্যকর সেতারের তার রচিবারে
ফিরে বারে বারে !

ছন্দের ইঙ্গিতে তব পঞ্চমেতে গাহিল কোকিল,
কুহুস্বরে ভরিয়া অখিল ;
মধুগন্ধে মধুমাস মাতি' উঠে মন্দ সমীরণে,
প্রমত্ত মঞ্জরী-মেলা মেলে আঁখি মুগ্ধ আম্রবনে
ধরণীপ্রাঙ্গনে ;
পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলক্তকরেখা
তব জয়লেখা !

বছর ঘুরিয়া গেছে—দেখা তব পাই নাই দেবি,
বড় সাধ শ্রীচরণ সেবি ;

আজি এই গঙ্গাতীরে শিবপুরে বহু ভাগ্যফলে
যদি বা মিলিল দেখা, মহানন্দে বন্দি পদতলে
নয়নের জলে ;
জীবনের যত ভুল ফুল হয়ে ফুটুক্ চরণে
বরণে বরণে।

এস দেবি এস মাতা এস বিদ্যা এস মা কল্পনা,
এস বুদ্ধি বিবেকবসনা ;
এস মা করুণাময়ি, আবাহন করে ভক্তদল,
ফুটাও এ চিত্তসরে সাধনার শ্বেত শতদল
পবিত্র নির্ম্মল।
হে রাণি, তোমার বাণী অন্তরের মন্ত্র হোক্ আজি
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজি'।

ফুকারি' প্রাণের শঙ্খ সাধনার যুগ্মকরে ধরি'
বন্দি তোমা ত্রিভুবনেশ্বরি !
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ মন্ত্র যার নিত্য জপ করে,
ব্রহ্মা যার বেদ বহে, বিষ্ণু যারে পূজিছে অন্তরে
কোটিকল্প ধরে',
প্রণমি তাঁহারি পদে, সাষ্টাঙ্গের পূর্ণ সেই নতি
লহ ভগবতি।

দেয়ালা

জননীর কোলে শুয়ে শিশু করে স্বপন-দেয়ালা
শূন্য'পরে চেয়ে কার পানে ;
কি করে' ভরিয়া উঠে কোথা তার রসের পেয়ালা,
কে পিয়ায়—তাই বা কে জানে !

কভু হাসে কভু কাঁদে কভু ভয়ে আকুঞ্চিত ভুরু—
অভিমানে ঠোঁট দুটি ফুলে ;
ঐটুকু কচি বুক কোন্ ভয়ে করে দুরুদুরু,
কি বেদনা ঐ মর্ম্মমূলে !

সদ্যবিকশিত পুষ্প—তারো আছে সুখদুখভয়
তারো মাঝে ফুটে অভিমান,
রহস্য খুঁজিতে গিয়ে বাড়ে শুধু অপার বিস্ময়—
কে বুঝিবে তাহার সন্ধান !

মোরাও শিশুরই মত' হাসি কাঁদি করি মুখ ভার
যতক্ষণ নাহি কাটে বেলা,
কোথা কোন্ অলক্ষিতে সেই জানে অর্থ শুধু তার—
যে জন খেলায় এই খেলা !

তপস্বিনী ভারত

সেদিন ধ্যানের নেত্রে চাহি' এই ভারতের পানে,
মনে হ'ল, এর চেয়ে পুণ্যমূর্ত্তি ধরণী না জানে !
বহু কষ্ট বহু চিন্তা, বহু ধৈর্য্য বহু ধারণায়
বিধাতা করিলা সৃষ্টি তপস্বিনী ভারতমাতায়।
শুষ্ক রুক্ষ জটাজাল মেঘসম ঊর্দ্ধ নীলাকাশে,
যোগমগ্ন শিবনেত্র উত্তমাঙ্গ সমুচ্চ কৈলাসে ;
গিরিগাত্র গৈরিকের কর্কশ কৌষিকবাস-পরা ;
মৃগমদচন্দনাক্ত রুদ্রাক্ষ ও পদ্মবীজ ধরা
বনানি বিপুল হস্তে ; অতীতের ঐশ্বর্য্য বিভূতি
অবলেপ সর্ব্ব অঙ্গে, ভস্মশেষ বাসনা আহুতি।
জাহ্নবীশীতল বক্ষে অগণিত তীর্থহার পরি'
দাঁড়াইয়া মৌনবাচা মূর্ত্তিমতী সাধনা-সুন্দরী ;
তপোবন-নামাবলী বরঅঙ্গে শোভে সুবিশাল,
সমুদ্র ধোয়ায় যার পাদপদ্ম কোটিকল্পকাল।

হিমালয়

বারেক আমারে তুমি দেখা দিয়ে আজ
ভাঙিলে সকল গর্ব্ব হে রাজাধিরাজ,
সৃষ্টিপিতামহ ভীষ্ম ওগো হিমাচল !
দিনে দিনে তিলে তিলে আপনা-বিহ্বল
রচেছিনু মনে মনে যে দম্ভনিলয়,
কঠিন কটাক্ষে তব লভি' তা বিলয়
মুহূর্ত্তে মিশেছে ওই চরণের তলে,
চরণ-ধূলার মত' আজি পুণ্যফলে !
কি আনন্দ ! ক্ষুদ্র আমি, লঘু আমি আজ,
মুক্ত আমি তব স্পর্শে হে নগাধিরাজ !
একি হর্ষ ! আজি মোর ভারমুক্ত প্রাণ
সুদূরের যাত্রাপথে বিহঙ্গসমান'
লভিল অপূর্ব্ব গতি ! তুচ্ছতা তাহার
সত্যরূপে আজি তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

হিমালয় সম্বন্ধে এই কয়েকটি কবিতা-রচনার সহিত আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সাহচর্য্য-স্মৃতি অতি মধুর ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে একত্র হিমালয়দর্শনের যে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, সে সৌভাগ্য অর্জ্জনের তিনিই ছিলে প্রধান সহায়ক।

নীহারিকা

আমারে করিয়া ক্ষুদ্র ওগো হিমরাজ !
সত্যকার বড় তুমি করিয়াছ আজ,
হে দেব হে হিমালয় ! অহঙ্কারে গড়া
অসত্যের আবরণ, কলঙ্ক-পসরা
নিজ হাতে কাড়ি' লয়ে করিয়াছ দান
সুযোগ্য শিষ্যের মূর্ত্তি মঙ্গল মহান্ ।
প্রেম দিয়া অগৌরবে করিয়াছ জয়,
মাভৈঃ অভয় মন্ত্রে হরিয়াছ ভয়
দুর্ব্বলের চিত্ত হ'তে ; লভি' সঙ্গ তব
সকল রিক্ততা মোর স্বর্ণ অভিনব—
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা ; লঘু বাষ্পরাশি
তোমার শীতল স্পর্শে দ্রব হয়ে আসি'
দুই বিন্দু আঁখিজলে পরিণত আজ,
হে মোর কঠিনকান্ত হে অচলরাজ ।

মৌন তুমি, তাই এরা এত মিথ্যা কহে !
জানে তব রুদ্রপাণি বজ্র নাহি বহে
দণ্ড দিতে দর্পিতেরে ! তুমি সংজ্ঞাহারা
পাষাণ প্রস্তরশিলা—অন্ধকার কারা !
জীবের জীবন ধারা—নির্ঝরিণী নদী
যে বক্ষে লভিয়া জন্ম নিত্য নিরবধি
করুণা-অমৃতস্তন্যে বসুধা বাঁচায়,
তাহারে বাঁধিতে চায় জড়ত্ব খাঁচায় !

অনন্ত রত্নের খনি নিত্য যার দান,
সে হ'ল নির্জীব নিঃস্ব—অহল্যা পাষাণ !
যোগী তুমি মৌনবাক্—এরা চাহে কথা,
সমাধি যে ভিত্তিহীন বর্ব্বর বারতা !
দেবাত্মা কহেনা কথা, মগ্ন সৃষ্টিকাজে—
বাড়িছে মিথ্যার ধূলা তাই বিশ্ব মাঝে !

শঙ্কর করেন বাস সমুচ্চ কৈলাসে,
জগন্মাতা—জন্ম তাঁর শৈলরাজবাসে,
মেনকা মায়ের কোলে ! স্পর্দ্ধা ত অল্প না !
কর্ম্মক্লীব কবিদের অলীক কল্পনা !
সেই সত্য, এরা যারে সত্য বলি' মানে
আপন সঙ্কীর্ণ ছুটি দৃষ্টিমাঝখানে ;
ছুদিনের বিজ্ঞানের তথ্যে রাখে বাঁধা
বিশ্বের বিধান—বার্ত্তা, না মানিয়া বাধা
অন্তরের দিক হ'তে ; আত্মার প্রলাপ—
ছুর্ব্বলের সৃষ্টি বলি' দেয় অভিশাপ ;
অর্থ ছাড়া নিরর্থক সকলি বিশ্বের,
নিখিল গৌরব বাঁধা যাহাতে নিঃস্বের !
সেই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ, যার যত আস্ফালন,
বাকী সব মিথ্যা মাত্র, ভীরুর স্বপন !

তব অপরূপ রূপ যে জেনেছে মনে,
সে তোমারে আত্মদান করেছে গোপনে—

নিশ্চয় নিশ্চিত ইহা।   বাহিরের চোখে
কতটুকু দেখা যায় আঁধার আলোকে!
কতটুকু যায় চেনা? তাই ত সকলে
তোমারে হে প্রিয়তম, হিমাচল বলে।
সৃষ্টির মঙ্গল মূর্ত্তি দধিপাত্র শিরে
শিবেরে করিয়া কোলে পালিছ পৃথ্বীরে;
বহাইয়া সুরধুনী পুণ্য বক্ষসুধা
পিয়ায়ে নিখিল জীবে পুষিছ বসুধা;
রুক্ষ কাঠিন্যের বর্ম্ম দেখি যা নয়নে
সে তোমার বাহ্যরূপ সমাধি শয়নে
সর্ব্বকালজয়ী দেহ! শৃঙ্গবাহু তুলি'
ডাকিছ সন্তানে তব স্বর্গদ্বার খুলি'।

কমঠ কঠিন অঙ্গ প্রস্তর আকার,
তবু তার প্রাণ আছে—করে তা স্বীকার
শিশুছাড়া সর্ব্বজনে, যে বা চক্ষুষ্মান;
যদিও আপাত দৃশ্যে সে শুধু পাষাণ।
আরো বড় হবে যবে মানবশৈশব
দৃষ্টি অন্তরালে যবে শিখি' অনুভব
হেরিবে নূতন চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি খুলি'—
সে দিন তব এ বাহ্য আবরণ ভুলি'
স্বরূপ দেখিবে তব ভবিষ্য মানব;
ধ্যানমূর্ত্তি হেরি' তব হইবে নীরব

আজিকার অবিশ্বাসী ; বন্দিবে বিস্ময়ে
তোমার ও পাদদেশ ভক্তিভরা ভয়ে।
হে তাপস, হে সুন্দর, হে চিরমঙ্গল
সেদিনের কথা ভাবি' চোখে আসে জল।

*

তোমার নির্ঝর নদী অরণ্য কান্তার
উপত্যকা অধিত্যকা সমতল পাড়
গুহা গুম্ফা—সবি শুধু দেয় পরিচয়—
তোমারে দিয়েছে ধরা সর্ব্ব সমন্বয়।
তোমারি শিখরে হেরি অখণ্ড আকাশ,
তোমারে ঘেরিয়া আছে পবিত্র বাতাস—
জীবের জীবনরূপী—ধাতু শিলা প্রাণী
একত্র আহরি' বক্ষে মহারাজধানী
গাঁথিয়াছ বক্ষে তব ওগো হিমরাজ—
যা কিছু নিখিল বিশ্বে হেরি তব সাজ।
প্রথম প্রভাত রবি উঠে তব ভালে ;
প্রথম চন্দ্রের টিপ তোমারি কপালে ;
কোটি তারাহার কণ্ঠে ; মেঘের বসন
বিচিত্র বর্ণের মেলা অঙ্গের ভূষণ।

প্রত্যহ প্রত্যূষে রবি পরায়ে তিলক
তোমার তুষার-ভালে, প্রসাদ আলোক
বিতরে বিপুল বিশ্বে, বন্দনার শেষে ;
চন্দ্রের চন্দনরেখা ও ললাট দেশে।

প্রথম পরশ লভি' ঝরি' পড়ে ধীরে
স্মিত কিরণ রূপে তিমিরের তীরে।
তব আজ্ঞাবাহী মেঘ বহি' বৃষ্টিধার
সৃষ্টিরে পালিছে নিত্য ভরিয়া ভাণ্ডার,
ফল শস্য বারি দানে, আর্ত্তজীব তরে।
পবন ঢুলায় নিত্য ঝাউএর চামরে
তুহিনশীতল বায়ু; অনন্ত আকাশ
তারার ঝালর ঘেরা ধরে বারোমাস।
ধরণীর একচ্ছত্র অজেয় সম্রাট্,
এই ত রাজার রূপ শাশ্বত বিরাট্।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—বিশ্বমানবের
সৌন্দর্য্যের শেষ বাণী সৌর জগতের!
স্রষ্টার চরম সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সুন্দর
অপূর্ব্ব বিরাটসঙ্গী—গৌরী-মহেশ্বর!
কল্পনার শেষ কথা—বিস্ময় বারতা
সারা বিশ্বভুবনের—শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।
সে দৃশ্যের দ্রষ্টা আর কি করিবে ভয়
রুদ্রের মৃত্যুরে আজি! লভিয়া বিজয়
মানবেরই দৃষ্টি দিয়া সে যে দেখিয়াছে
শিবের সুন্দর মূর্ত্তি ভীষণের কাছে!
তাই আজি মনে হয়—ত্রিকালজ্ঞ যাঁরা
মুনিঋষি তপোধন, কি হেতু তাঁহারা

তোমাতে করেন বাস—ওগো হিমাচল!
স্বর্গের সোপান তুমি, প্রমূর্ত্ত মঙ্গল।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—সৌন্দর্য্যের শেষ!
যেথায় ধরণী করে নয়ন উন্মেষ
ধরণীনাথের পানে, প্রথম পুলকে
ছাড়িয়া সূতিকাগৃহ, লজ্জারাঙা চোখে!
অসংখ্য সন্তানে আজি ভরা তার কোল,
খসিয়া পড়িছে ধীরে বক্ষের নিচোল
কুয়াসার স্বপ্নসম; লঘু মেঘবাস
বাঞ্ছিতের করস্পর্শে অনিবদ্ধ পাশ!
ভোলেনা সন্তানে তবু, সবাকার লাগি'
স্বামীর সদয় দৃষ্টি লইতেছে মাগি'।
পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, কিবা তার ভয়,
মা জননী অন্নপূর্ণা, অব্যয় অক্ষয়
নিয়ত ভাণ্ডার যার—কিবা দুঃখ তার!
হে শিব সুন্দর মূর্ত্তি, লহ নমস্কার।

হে গিরি, কোথায় আজি তব গিরিরাজ,
মায়ের ব্যথার মূর্ত্তি—মা-মেনকা আজ
কোথা গেল—কোথা গৌরী শিবসীমন্তিনী—
অচলনন্দিনী উমা—কৈলাসবাসিনী?
সত্যই কি মিথ্যা সব, কবির কল্পনা,
ঋষির মানসী মূর্ত্তি—ধ্যানের ধারণা?

মিথ্যা যদি—সত্য চেয়ে সেই মিথ্যা মোর
জন্ম জন্ম হোক্ কাম্য—তারি মায়াডোর
বাঁধুক জীবনে মোর চির তন্দ্রাজালে ;
মাগিবনা অন্য সত্য কভু কোনকালে।
মিথ্যা যদি - নিত্য শিব বাঁধা তার সাথে ?
সুচির সুন্দর—সেকি মিলিত তাহাতে !
শিবসুন্দরের সঙ্গে যে বা সুসঙ্গত,
সেই মোর মহাসত্য—বাকী মিথ্যা যত।

হিমালয়, মনে হয়, সবসুদ্ধ তোরে
পারিতাম বক্ষে যদি টানিতে আদরে
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে ! এত বড় বুক
বেড়েছে আমার, লভি' তব সঙ্গসুখ !
মনে হয়, আজ আমি—তোরও চেয়ে বড়—
এত সর্ব্বগ্রাসী স্নেহ হইয়াছে জড়'
আমার এ বক্ষোমাঝে, মিথ্যা ইহা নয়।
এই মুহূর্ত্তের শক্তি, লভিয়া সঞ্চয়
তিলে তিলে দিনে দিনে, সাধনার বলে—
হইত অক্ষয় যদি স্থায়ী পুণ্যফলে,
সম্ভব হইত বুঝি সাধ আজিকার ;
কিন্তু সে কি সাধ্য কভু ? হে প্রিয় আমার !
এই ত নামিয়া গেনু, হৃত সর্ব্ববল ;
ফিরিয়া আসিছে চক্ষে সেই অশ্রুজল !

পাহাড়ীয়া বাঁশী

পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় ;—
পাষাণের বুক চিরে'
ধ্বনি কি জন্মিল ফিরে,
ব্যথায় বাতাসে চিড় খায় !
শৈলে শৈলে ধ্বনি লাগে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফণী জাগে,
বনে বনে প্রমত্ত ময়ূর;
গগনে লাগায় মেঘ
পবনে জাগায় বেগ,
নেচে উঠে নির্ঝর নূপুর !
বিরহ-ব্যাকুল বেদনায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় !

বনের বর্ব্বর হিয়াহীন ;
কঠিন কঠোর কায়,
নাহি যার দুঃখদায়--
শিশুপ্রায় সরল স্বাধীন !
তারে কে শেখালে সুর
সুধা হ'তে সুমধুর --
সুবিধুর বিরহের ব্যথা !
মুরলীর রন্ধ্র ভরি'
বাহিরায় মূর্ত্তি ধরি'
পাষাণে সঞ্চারি' সজীবতা !
ফুকারিয়া জীবনপ্রিয়ায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায়

'গিরিপারে খাসিয়াবস্তিতে,
তারি সে পরাণ-প্রিয়া
করুণ তরুণী হিয়া
ধূলায় লুটায় সে ধ্বনিতে !
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বার
চারি ধারে অন্ধকার
দীর্ঘ পথ, সুদূর বাঁশরী-

তাই সে সুরের স্পর্শে
চোখে শুধু ধারা বর্ষে
পরবাসী প্রিয় মুখ স্মরি'—
তবু সে নিঠুর শুধু, হায় !
জেনে-শুনে বাঁশুরী বাজায়।

দুইপারে দুইটি হৃদয়,
সুরের বিদ্যুৎ-রথে
অজানা উজান পথে
এমনি করিয়া পরিচয় !
দেহ দূরে পড়ে' আছে—
মনে মনে তবু কাছে,
মাঝে বহে বিরহের নদী ;
অপার সে পারাবার
দুয়ে করে পারাপার
সুরের সেতুতে নিরবধি !
পরে শুধু চমকিয়া চায়,
পাহাড়ীয়া বাঁশুরী বাজায় !

পাহাড়ীয়া প্রেম

পর্ব্বত অরণ্যচারী বর্ব্বর গারোর নারী—
তাহারি একটী প্রেমকথা,
আজি বহুদিন পরে থেকে থেকে মনে পড়ে
হৃদয়ে জাগায় ব্যাকুলতা!

তখন বর্ষার শেষ   মেঘমুক্ত সানুদেশ
কুয়াশায় দিক্‌চক্র ঢাকা,
রৌপ্য-আভা রবিকরে   বুনিতেছে তারি 'পরে
বর্ণজাল বহুচিত্রে আঁকা ;
বিচিত্র ফুলের রাশি   হাসিছে বিচিত্র হাসি
শৈবালআচ্ছন্ন গিরিগায়ে,
নন্দননর্ত্তকী জিনি'   নেচে চলে নির্ঝরিণী
শিলার নূপুর পরি' পায়ে ;
সারি সারি অভ্রমেঘ   পরিপূর্ণ নভোদেশ
শৃঙ্গ তুলি' দাঁড়ায়ে পর্ব্বত,
তারি তলে মেষপালে   চরাইয়া সন্ধ্যাকালে
গিরিনারী ফিরে গৃহ পথ।

অদূরে চড়াই 'পরে   সহসা বিস্ময়ভরে
হেরে পূর্ব্ব প্রণয়ী তাহার,
সৈনিক উষ্ণীষ শিরে   অশ্ব 'পরে ধীরে ধীরে
তারি দিকে হয় আগুসার।
প্রথম যৌবনপারে   সর্ব্বস্ব সঁপিয়া যারে
মেনেছিল মনের মানুষ ;
দীর্ঘ সাত বর্ষ শেষ   একেবারে নিরুদ্দেশ—
পলাতকা ভীরু কাপুরুষ !

জীবন যৌবন তার ব্যর্থ করি' চতুর্দ্ধার
অমূল্য প্রণয়রত্ন লুটি'
রমণীহৃদয় কাড়ি' পালায় যে গৃহ ছাড়ি'
তারো এই বীরত্ব ভ্রূকুটি !

যাহারে ফিরিয়া খুঁজি' ত্বরাশার সঙ্গে যুঝি'
কাটিয়াছে দীর্ঘ বর্ষ সাত,
দেশে দেশে মৃতপ্রায় অনাহারে অনিদ্রায়
অরণ্যে পর্ব্বতে দিবারাত ;
যার সুখসঙ্গতৃষা মর্ম্মরক্তে আজো মিশা—
আজি সেই সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
গা ঢাকিয়া কোন মতে ফিরে ওই বনপথে
না জানি সে কার অভিসারে !
কিন্তু তবু সেই মুখ পরিপূর্ণ সেই বুক,
সেই আঁখি মনমোহনিয়া,
স্মরিতে পুরাণো কথা যুবক নামিল তথা
গিরি-কাটা খাড়া পথ দিয়া।
চিনিতে কি না চিনিতে বল্গা ধরি' আচম্বিতে
সম্মুখে দাঁড়াল নারী আসি',
রাগ মিশে অনুরাগে পরশে বেদনা জাগে
নয়নে ঘনায় বাষ্পরাশি !

রশি ছাড়, দাও পাশ, কহিলা কর্কশ ভাষ—
অশ্বারোহী রশ্মি তার টানি',
সুদীর্ঘ বরষ পরে প্রাণ কাঁপে কণ্ঠস্বরে,—
এই কি প্রথম প্রেমবাণী !
জানিনা কোথায় লাগি' মুহূর্ত্তে উঠিল জাগি'
প্রণয়ের সুপ্ত অভিমান,
বক্ষের কুকরীখানি চকিতে লইয়া টানি'
দাঁড়াইল বাঘিনী সমান !
ক্ষুব্ধ নারী বজ্রস্বরে গর্জ্জিলা অবজ্ঞাভরে—
শেষ কথা কহি সে তোমারে,
জগতে দোঁহার স্থান দেন যদি ভগবান
এ জীবনে কিম্বা পরপারে,—
রহিবে তা একসাথে ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রাঘাতে,
আজি এই করিনু শপথ,
যে বা বাছি' লহ মনে জীবনে কি বা মরণে
একছাড়া ভিন্ন নহে পথ !

হিংসাবৃত্তি পশুবুকে যে আকৃতি ধরে মুখে—
বদনে তেমনি বিকটতা,
শ্বাসে যেন সর্প ফোঁসে রাঙা চক্ষু ঋক্ষ রোষে,
বক্ষে বহে আগ্নেয় বারতা !

নিমেষে সম্বরি' নিজে যুবক ভাবিলা কি যে!
লাগাম টানিয়া বেগভরে,
চালাইতে অশ্ব তার অসি সম তীক্ষ্ণধার
ছুরিকা সে বিঁধিল পঞ্জরে!

পর্ব্বতে উদিল উষা শারদীয়া নিষ্কলুষা—
অরুণের রক্তরাগরেখা
গিরিমূলে শিলাতলে হেরিলা সে কৌতূহলে
গাঢ়তর নব রক্তলেখা!
ধীরে ধীরে বেলা হ'লে পাহাড়ীরা দলে দলে
হেরে ভীতিবিস্মিত নয়নে,
নিরুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়ি'— দুটী মৃত নরনারী
দৃঢ়বদ্ধ গাঢ় আলিঙ্গনে!

পাহাড়ের কর্ণমূল ফুটি' নানা বর্ণ ফুল
তেমনি ছড়ায় সুধাহাসি,
প্রণয়ের দীপ্ত রোষে দুটী প্রাণ-উল্কা খসে
কে জানে কোথায় গেল ভাসি'!

পাহাড়ী ফুল

পাহাড়ের ফুল পাহাড়ের ফুল—
পাহাড়ে' মাটীর ফুল।
গন্ধের নাই সন্দেহ কোনো
বর্ণেই মস্‌গুল!
কি করিয়া তুই আহরিস রস
কঠিন পাষাণতলে—
ছোট্ট প্রাণের কত না শক্তি—
ভাবি তাই এ বিরলে।

ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিতে
আর নাই বুকে বল,
কার কাছে কেবা বৃহৎ ক্ষুদ্র
কে বা সে বলিবে বল্!
এক ফোঁটা জল, মূল্য তাহার
লক্ষ রাজার ধন,
এক ফোঁটা ফুল, তোর পশ্চাতে
কতই না আয়োজন!

নির্জ্জন গিরি, জনমানবের
নাহি কোন আনাগোনা,
হয়ত বন্ধু, মোরই সাথে তোর
প্রথম এ জানাশোনা;
রঙিন্ চক্ষে দেখিস্ নি আর
দ্বিতীয় মানবমুখ;
পরশে আদরে কি যে তোর করে—
সুখ সে অথবা দুখ!

না আসিলে আমি, হয়ত জীবনে
দেখাই হ'তনা আর;
ঐ শিলাতলে পড়িত ঝরিয়া—
হেন রূপ সুষমার!

তবু ধ্রুব জানি, তোরও আছে ফুল,
নিজ কাজ এ জীবনে,
শেষ না করি' তা, তোরও শেষ নাই
জানি এ বিজন বনে।

কি যে সেই কাজ, জানে একজন,
আমরা পাইনা দিশা,
যত ভাবি তত ভাবনাই বাড়ে—
তৃপ্তিবিহীন তৃষা !
তোরে দেখি ফুল, কি জানি কেন যে
চোখে আসে মোর জল,
কি কাজের মোর আদেশ ছিল যে,
কিবা করে' গেনু বল !

তোরও বলিহারি, ওরে ও পাষাণ,
এত রস তোরও বুকে !
বুঝিনাক কি যে স্তন্য পিয়াস্
কোটি সন্তান মুখে

নীহারিকা

নীরস পাষাণ, তোরও এত দান
স্বজনের লাগি' ঝরে,
ওগো রাজরাজ, কত স্নেহ জানি,
তোমার ও বুকে ধরে !

হে বন্ধু, তব স্নিগ্ধ পরশে
খুলিলে আজি এ চোখ,
তোমার এ দান জীবনে আমার
সার্থক আজি হোক্।
যে অশ্রু আজি বহা'লে নয়নে,
বাকী ক'টা দিন ধরি',
বহুক, না আসে যতদিন সেই
বিদায়ের বিভাবরী।

ঝরণাঝারা

ঝরঝর ঝরণা গিরিঘরকরণা—
জলজ্বল উজ্জ্বল যেন কালো কজ্জল,
কভু সাদা ধব্‌ধব্‌ তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হ'তে নীচুতে না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর দিন রাত ঝর্ঝর
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরছে ধারা নাহি ধরছে!
হর্‌দম্‌ হর্‌দম্‌ ধূলা বালি কর্দ্দম
লতাপাতা কুট্‌কাট্‌ চলে করে' লুট্‌পাট্‌,
ফুরসুৎ নাই তার, বিদ্যুৎ ভাই তার,
হিম জল-অঞ্চল অবিরল চঞ্চল.

কিঙ্কিণী কঙ্কন রামধনু রং কোন্ !
বালা আর চুড়ীতে বাজে শিলা নুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই আস্‌মান কম্পাই !
শিখরীর উচ্চে চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে সিংহের জটাতে,
নামে মহা ঝম্পে হরিণের লম্ফে,
ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ কই ঘর, সর্ সর্—
আর নাই, আর নাই ঘর বা'র তার নাই,
আঁকা-বাঁকা ভঙ্গী শেয়ালের সঙ্গী,
ফিরে' ফিরে' চম্‌কায় মাঝে মাঝে ধম্‌কায়,
গাছে-গাছে দোল খায় শিলাতলে টোল খায়,
পাকে-পাকে লুট্‌ছে তবু ফিরে' ছুট্‌ছে !
সাপ সাপ, ঐ সাপ— সর্ সর্—বাপ বাপ !
সাপ নয়, সাপ নয়, বরফেরও ধাপ নয় ;
ও যে সেই ঝরণা গিরিঘরকরণা—
ও যে মোর ঝরণা আপ্‌নার পর না !
চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ রবিকরে ধিক্ দিক্,
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ এযে দেখি কম্ কম্,
কই কই, কোথা গেলা, হিঁচা বাচা চাঁদা চেলা—
ঐ গেল সরিয়া গিরিমাঝে মরিয়া !
ঐ ফের আলোতে সাদাতে ও কালোতে
ফুঁসিয়া ও ফাঁপিয়া কাঁপাইয়া কাঁপিয়া,

ফেনাময় মস্‌গুল বেল যুঁই কাশফুল—
কি ভীষণ তর্জ্জন মাঝে মাঝে গর্জ্জন,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ভক্ ভক্ শাঁকচুণ হাঁস বক,
ফিস্ ফিস্ ফস্ ফস্ বেটী কারো নয় বশ ;
দুর্ম্মদ গতিতে পতিতের মতিতে,
খেয়ালে আনন্দে পাগলামি ছন্দে,
তড়বড়্ দড়বড়্ পার বুঝি হয় গড়,
উৎরায় উৎরাই কোথা কোন' খুঁৎ নাই,
হর্‌দম্ হর্‌দম্ ছুটে' চলে দুর্দ্দম,
কম কম, থম্ থম্ ঐ বুঝি লয় দম—
এইবার পাহাড়ে ঠেকে বুঝি ডাহা রে !
তারপর তারপর— বা'র কর্ বা'র কর্
চলিবার ফন্দি ক্ষণিকের সন্ধি—
পাশ কেটে এইবার হয় দেখি দুই ধার ;
কই কই, সর্ সর্ দুধ দই ক্ষীর সর—
গদ্ গদ্ গদ্ গদ্ চলে ফের তদ্বৎ,
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্ কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল কল তল তল আঁখি দেখি ছল ছল,
চোখে বুঝি আসে জল— বল্ বল্ ঠিক বল্ ;
থাম্ থাম্ আর না থামা তোর কান্না—
ঐ দেখ গঙ্গা তরলতরঙ্গা ;
বিলিয়ে দে আপনায় থাক্‌বেনা ভাবনাই।

ঝরণাতলায়

পাহাড়ে ঝরণা-তলে
পাহাড়ে' তরুণীদলে
আজিকে পড়েছে কাণাকাণি ;
স্নানে আসিবার কালে
কাননের আবডালে
কে জানি গিয়াছে দৃষ্টি হানি !

পরদেশী পরবাসী
মিঠা সে মুখের হাসি—
বড় মিঠা আঁখির চাহনি;
তরুণ সে গোরা দেহ
দুবার দেখেনি কেহ,
তবু সবে বেঁধেছে বাঁধনি!

তরলরজতম্বরে
অঝোরে নির্ঝর ঝরে,
তারি তলে সারি-সারি শিলা;
একে-একে দলে-দলে
যুবতীরা কুতূহলে
তারি 'পরে করে স্নানলীলা।
মুখে হাসি চোখে হাসি
লাবণ্য উঠিছে ভাসি'
পরিপূর্ণ তনুদেহতটে,
বিচিত্র ধারার ভঙ্গী
সহস্র খেলার সঙ্গী—
যোগ্যের সুযোগ্য রূপ বটে

কাঁচুলী খসায়ে কেহ
মাজিছে সুন্দর দেহ,
        সখী তার কহে পরিহাসে—
বুঝেছি মনের আশ
পূরাইতে অভিলাষ
        ঐ দেখ্ পরদেশী আসে!
সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ি
পরের বসন কাড়ি'
        ঢাকিতে শ্রীঅঙ্গখানি তার,
অমনি সকলে মেলি'
তারে লয়ে ঠেলাঠেলি—
        হাসির তরঙ্গ চারিধার!

ছাড়িতে কটির বাস
কেহ লভে উপহাস,
        ছি ছি, ওকি! দেখিছে বিদেশী!
বুঝেছি মনের ভাব
এখনি হইবে লাভ,
        তোরি 'পরে টান্ দেখি বেশী!

নিমেষে হাসির রোলে
বালিকা ঠেকিয়া গোলে—
হাসিবারে গিয়া ফেলে কেঁদে,
মুখরা যুবতী যত
আরো জোরে হাসে তত
চারিদিকে বেড়ি' দল বেঁধে।

(৫)

যার যাহা মনে লয়,
তেমনি সে কথা কয়—
কথা কিন্তু সেই বিদেশীর ;
যৌবনের অভিশাপ—
সুন্দর মুখের ছাপ
হৃদয়ে যতেক যুবতীর !
চঞ্চল সরসী জলে
চঞ্চল মরাল চলে
প্রত্যেক তরঙ্গে চিত্র তার ;
লুকায়ে কাননকোলে
পথিকের চিত্ত দোলে—
ভাঙে বাঁধ বুঝি বা লজ্জার !

যৌবন চাঞ্চল্য

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাথা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা,
চারিধারে কেবলি পর্ব্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ ।
এদিক ওদিক চায় গুণগুণি' গান গায়,
কভু বা চমকি' চায় ফিরে' ;
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে' ।
সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ !

টস্‌টসে রসে ভরপূর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপূর।
মেঘ ডাকে কড়্‌কড়্‌ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তাতে ;
উঘারি' বুকের বাস, পূরায় মনের আশ
উরস পরশ করি' হাতে !
অজানা ব্যথায় সুমধুর
সেথা বুঝি করে গুরুগুর !

যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ দুটি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে !
আপনার মনে যায় আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি—
স্বরূপ জানেন ভগবান !
সহজে নাচিয়া যে বা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানিনাক তারো কি ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায় !

একা

দেখার জন্য যেটুক্ চাওয়া, চাহনি তার তারো চেয়ে বেশী !
চেনা মানুষ, তবু দিদি, এ চাহনি বলো ত কোন্ দেশী ?
বুঝতে নারি তায়,
কেমন যেন কাঙালপনা চাওয়ার বেশী আর যেন কি চায় !

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, সেদিন দেখি, কূয়োর ধারে চাইতে এল জল,
রুখু মাথা শুক্‌নো মুখে চোখ দুটো তার তবু কি উজ্জ্বল !
একলা আমি ঘরে,
কি করবো আর, জল দিতে তায়, তেম্‌নি করে' চাইল মুখের পরে !

ক্ষেতের পাশে চরায় ধেনু, তা ছাড়া কি মাঠ মিলেনা তার ?
ঘরের ধারে বাজায় বেণু যখন তখন দিনে হাজার বার,
এম্‌নি সুরেভরে'—
যে সুরটি মোর মিষ্টি লাগে, কি আশ্চর্য্যি ! জান্‌ল কেমন করে' ?

মোরই নামের বক্‌না বাছুর, কাল দেখি যে, আদর করছে তাকে,
কি করে' যে জান্‌ল সে নাম, 'পোড়ার মুখো' এতও খবর রাখে !
স্পর্দ্ধা দেখো তার,
আমার মুখেই এক রকম তো চুমো দিলি, তফাৎ কোথায় আর !

আজ সকালে দেখ্‌ছি আবার, বাঁশীটি তার দুয়োরে মোর পড়ে' !
এই ঘরে যে আমি থাকি, 'হতভাগা' জান্‌লি তা কি করে' ?
এ তো বিষম জ্বালা,
দিনে রাতে এম্‌নি করে' প্রাণটা আমার করবি ঝালাফালা !

ভাবছি মনে পালাই কোথাও, না-হয় চলে' তুই-ই কোথাও যা !
এমন করে' পায়ে পায়ে দিনে দিনে আমায় বিঁধিস্‌ না।
বুঝবে এবার লোকে,
খেতে শুতে চল্‌তে চাইতে পোড়ার মুখ আর পড়বেনাক চোখে।

কদিন থেকে দেখ্‌ছি না আর, সত্যি কোথাও চলেই গেল নাকি !
যেমন মানুষ—যেতেও পারে—বুদ্ধিটি তার বুঝতে নাই ত বাকী।
ভালোই হ'ল এবার—
সাধ্যি কারো থাক্‌বে না আর মন্দ লোকের আমায় খোঁটা দেবার !

নীহারিকা

দিব্যি সুখে কাট্‌ছে সময়, লোকের কাছে লজ্জা না আর পাই,
ঘুরে' ফিরে' বেড়াই পথে, যখন তখন এক্‌লা যেমন চাই ;
হাল্কা ফাঁকা মন,
মনের মধ্যে রাত্রি-দিবা 'ঐ রে' বলে' নাইক উচাটন !

কূয়োর ধারে তেম্‌নি এক্‌লা বসে' থাকি, চায়না কেহ জল,
তেম্‌নি করে' সকাল-সাঁঝে তাকায় না আর আঁখিটি বিহ্বল ;
বাঁশী লুটায় ঘরে,
বাছুরটা মোর তেম্‌নি চরে, বাহুপাশে কেউ না এসে ধরে !

দিদি, তোরা খোঁজ নে তো ভাই, আবার ফিরে' আসবে না ত আর ;
সজল চোখে আমার পানে চাইবে না তো আবার বারম্বার !
থাক্‌ব একা সুখে,
বাঁশীটা আর দিচ্ছি নাক, কেমন শাস্তি ! লুকিয়ে রাখব বুকে ।

এদিক ওদিক কোথাও সে নাই, মাসে মাসে বছর গেল কেটে—
শ্রাবণ-ধারায় ভিজে' ভিজে,' চোৎ-বোশেখে শুক্‌নো মাটী ফেটে !
যদিই থাকে বেঁচে,
দিদি তোরা দেখিস্‌ শুধু পাগলটা মোর আসেনা ফের যেচে !

বিসর্জ্জন

দুইখানি যাত্রী-গাড়ী দুই দিক হ'তে
জনশূন্য ষ্টেশনের প্রদীপ্ত আলোতে—
বিপরীত পথগামী—দাঁড়াইল আসি' ;
কলিকাতামুখী এক, অপরটি কাশী।

তখন গভীর রাত্রি, বারোটাই বাজে !
ভাঁটা পড়ে' আসিয়াছে চলাফেরা কাজে।
জানালায় বসে' আছি, ঘুম নাই চোখে,
সহসা পড়িল দৃষ্টি উজ্জ্বল আলোকে

একখানি কচিমুখে—যেন পরিচিত !
সমস্ত বুকের রক্ত করিয়া স্পন্দিত।
একেবারে পাশাপাশি দুইখানি গাড়ী,
হাত দুই ব্যবধান মাঝে শুধু তারি।

তরুণী বসিয়া একা বাতায়নে তার,
ডাগর নয়ন দুটি মেলিয়া এধার।
সহসা চকিত মোর দৃষ্টি-বিনিময়ে
আঁখি দুটি তারো যেন ভরিল বিস্ময়ে !

আর রহিল না বাকী, বুঝিনু নিমেষে !
পাঁচটি বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত বিদেশে
তারি সাথে হয়েছিল বিবাহের কথা ;
কি জানি কি বিঘ্নে হ'ল প্রতিবন্ধকতা !

তখন লক্ষ্ণৌয় মোরা থাকি পাশাপাশি,
কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচিত ; উভয়ে প্রবাসী
প্রতিবেশী পরিবার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ;
ঘনিষ্ঠতা এত বেশী—জিনি' আত্মজন !

কিন্তু একি ! এ যে দেখি বৈধব্যের বেশ !
কুঞ্চিত নিতম্বচুম্বি তরঙ্গিত কেশ
এ যে দেখি, স্কন্ধে পড়ে 'ভুজঙ্গের মত' ;
সদাহাস্যভরা দৃষ্টি ব্যথা অবনত !

জগতে অনেক সত্য কল্পনা-অধিক—
ঘটিবার পূর্ব্বে কেহ বুঝেনাক ঠিক !
বিস্ময়ে বিস্মিত করি' স্তব্ধ করি' মোরে,
শুধাইল সহসা সে নমস্কার করে'—

হে বন্ধু, আছ ত ভালো ? বহু বহুদিন
তোমার পাইনি দেখা ; বড় ভাগ্যহীন,—
মোর কথা শুধায়োনা—একা আমি আজ ;
এবারের মত মোর ফুরায়েছে কাজ !

একি কথা ! সেই শৈল ! কি কহিব আর,—
কি না সে পারিত হ'তে জীবনে আমার !
সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, সব চেয়ে বেশী,
সকল সম্বন্ধবাড়া সেই পরদেশী !

এই শৈল! এ যে মোর জীবন-অধিক—
যৌবন-বসন্তে মোর কলকণ্ঠ-পিক,
এ নিঃসঙ্গ জীবনের পথের দোসর;
সেই প্রিয়া আজি মোর পর হ'তে পর!

নিষিদ্ধ তাহার সঙ্গে মুখের আলাপ;
করস্পর্শ তার—সে ত অতি-বড় পাপ!
চাহিবারও অধিকার নাহি বুঝি ফিরে',
যে ছিল প্রাণের রাণী—সে আজি বাহিরে!

এই এত কাছে মোর, হাতটি বাড়ালে,
হৃদয় থাকেনা আর হৃদয় আড়ালে;
ওই ত সম্মুখে মোর পিপাসার বারি,
মুহূর্ত্তে তৃষ্ণার জ্বালা নিবাইতে পারি!

চমক ভাঙিয়া গেল ফিরে' তারি ডাকে।
প্রাণপণে রুদ্ধ করি' বিদ্রোহী আত্মাকে,
ত্বরিতে নামিয়া দ্রুত গেনু তার পাশে;
শুধানু উচারি প্রশ্ন অবরুদ্ধ ভাষে!

কি বেদনা, কি আঘাত ঐটুকু প্রাণে,
সমাজ জানেনা তাহা, ধর্ম্ম শুধু জানে!
নিরুপায়—প্রাণ যায়, তবু উপবাসী—
তাই সে সর্ব্বস্ব ছাড়ি' চলিয়াছে কাশী!

তাই যাক্—তাই হোক, শান্তি যদি পায়
বিশ্বনাথ পদে আজি অর্পি' আপনায়!
তাই হোক্—না ঘটুক্ কোন পরিবাদ;
ছিন্ন ধুতুরায় হোক্ শিবেরই প্রসাদ।

অশ্রুপ্লুত চারিচক্ষু মৌন বেদনায়,
গাড়ী ছাড়িবার সাড়া পড়িল ঘণ্টায়!
মনে নাই শেষ কথা—কি বলিয়া হায়,
কেমনে বিদায় দিনু প্রাণপ্রতিমায়!

পড়িল শেষের ঘণ্টা; আসিলাম ফিরে';
কাশীর যাত্রীর গাড়ী ছাড়ি' গেল ধীরে—
দেবভোগ্য ভোগ বহি' ত্যাগের শ্মশানে!
বিধাতার অভিপ্রায় বিধাতাই জানে।

তাই যাক্—এ জগতে কে না বল' যায়!
সার্থক ত সেই যাত্রা, লভে যা বিদায়
আপনারে বিসর্জ্জিয়া বিশ্বের বিধানে—
পড়িল দ্বিতীয় ঘণ্টা; আরোহিনু যানে।

তখন শেষের রাত্রি—ভোরের বাতাসে
সর্ব্ব অঙ্গ দেহ মন হিম হয়ে আসে।
দৃষ্টি নাহি চলে চোখে; হায়--হায়–হাওয়া
হাহাকারে হারাইয়া শেষ ফিরে-পাওয়া!

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
অসীমের রাজপাটে একেশ্বরী অয়ি বন্ধদ্বার,
নিবিড় নিকষ তব ঘনকৃষ্ণ চিকুরের তলে,
নিখিল উদাস-করা কালো চোখে যে মাণিক জ্বলে-
নিশীথ বিরলে,
কোনোদিন কারো কাছে মিলিল না সন্ধান তাহার—
ব্যর্থ বসুধার,
অয়ি অন্ধকার!

বিদেশিকা হে অন্তঃপুরিকা,
চিরদিন উপেক্ষিছ আলোকের অন্ধ অহমিকা;
দর্শন হইল অন্ধ, বিজ্ঞানের হ'ল জ্ঞান হারা,
ধ্যানের স্তিমিতনেত্রে অঝোরে ঝরিল বারিধারা,
খুঁজিয়া কিনারা;
ভাষার আভাষপাতে আঁকিবারে তব রূপচ্ছবি
চাহে মুগ্ধ কবি!

বিশ্বজয়ী অয়ি একেশ্বরী,
তোমার তিমিরদুর্গে জাগে ভয়—সতর্ক প্রহরী!
দ্বারে দ্বারে অজানার আতঙ্কেতে ত্রস্ত যাত্রী সব,
পথে পথে অচেনার আশঙ্কার আর্ত্ত কলরব—
ভীষণ-ভৈরব;
কুহুনিশীথিনী তার কাকপক্ষ অন্ধ পাখা দিয়া
রাখে আগলিয়া!

হে অজানা—ওগো অন্ধকার,
যা-কিছু জানি বা চিনি, তারো মর্ম্মে তব অধিকার!
খনিগর্ভে গিরিগর্ত্তে বনমধ্যে সমুদ্রের জলে
তোমার বিজয়-চিহ্ন প্রতি ছত্রে আঁকা ধরাতলে—
সর্ব্ব জলস্থলে;
সীমা নাই শেষ নাই বাধা নাই—বসুন্ধরা কাঁপে
তোমার প্রতাপে!

হে অচেনা, হে চিরঅজানা!
মানবের মনোমাঝে কে খুঁজিবে তোমার ঠিকানা?
কোথা ফুটে প্রেমপুষ্প কোন্ সে নিভৃত অন্তরালে,
কোথা ছুটে গন্ধ তার কোন্ রস-রহস্য-পাতালে,
কোন্ সন্ধ্যাকালে;
চিত্তকুহরের ফাঁকে পাকে-পাকে কত হিংসাবিষ
ফুঁসে অহর্নিশ!

তমোময় তোমার আলয়ে
সূর্য্য চন্দ্র কোনো দিন দৃষ্টি তার হানেনাক ভয়ে ;
প্রগল্‌ভের অন্তরালে রচিয়াছ তব রাজধানী,
ত্রিলোক যোগায় নিত্য নিদ্রারূপে পরাভব মানি'
রাজকর খানি ;
মরণ-তোরণ-দ্বারে ডাক যারে, সেই শুধু যায়
তব পদচ্ছায় !

রঙ্গময়ি হে অবগুণ্ঠিতা !
তুমি কিন্তু ত্রিভুবনে হের নিত্য চিরঅকুণ্ঠিতা ;
বন্ধবাতায়ন পথে অপরূপ কালো ভুরু হানি'
বাসনার হাত হ'তে খসাও উদ্ধত অসি খানি,
ওগো মহারাণি ;
লালসার বক্রদৃষ্টি নিবে তব সংক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসে,
মৌন অট্টহাসে !

হে নিঃসঙ্গ, তবু ভাবি মনে—
তোমারও ঈপ্সিত বুঝি আছে কেহ সুদূর ভুবনে !
বিরহ-বেদনা যার ধূম্রাঙ্কিত বাসনার ধূপে
ছাপিয়া হৃদয় তব চিররাত্রি জলে কালোরূপে
তমিস্রার স্তূপে ;
একবেণীধরা তুমি জাগ' নিত্য নিশীথশয়নে
বিনিদ্র নয়নে !

হে ব্যথিতা, হে অপরিচিতা,
তব রুক্ষ কটাক্ষেতে নিবে' যায় দিবসের চিতা ;
সখী রাত্রি একা যাত্রী তোমার গহন কুঞ্জবনে
অপরাজিতায় ঘেরা, কোকিলের মৌন আলাপনে
জাগে তব সনে ;
তোমার বাঞ্ছিত সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বভয়হারা
যোগে আত্মহারা !

হে শঙ্করি, হে প্রলয়ঙ্করি,
তবু বর দেহ দেবী, এ জীবনে তোমারেই বরি।
জীবনের পূর্ব্বপারে তুমি ছাড়া কে ছিল মা আর ?
মাঝে দুদিনের সেতু, আছ তুমি ঘেরি' পরপার,
হে চির-আঁধার ;
তোমার অনন্ত রূপ চিনিবারে এ মর জীবনে
দীপ্তি এ নয়নে !

ওগো মাতা, ওগো অন্ধকার !
আলোকের অন্ধ শিশু—অক্ষমের লহ নমস্কার ;
কি ভাবে তোমারে ডাকি, শ্যাম শ্যামা তাই গড়ি' মনে
তোমার অরূপ রূপ বাঁধিবারে সীমার বন্ধনে
চাহি প্রাণপণে !
অতুল সে কালোরূপে, ছায়াচ্ছবি তব প্রতিমার,
নমি বারম্বার,
অয়ি অন্ধকার !

যুগ্ম অশ্রু *

(১)

অনামিকা

প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠি' কার নাম জপি মনে মনে,
কোন্ মূর্ত্তি ধ্যান করি নিশি নিশি নিশীথ শয়নে !
বিশ্রামে কর্ম্মের মাঝে কোন্ চিন্তা চিত্তখানি ভরি'
উতলা করিয়া তুলে জীবনের দিবস শর্ব্বরী ?

দেবতা কি ? গুরু সে কি ? ইষ্টমন্ত্র সে কি গো আমার ?
রত্ন কি সে ? ধন কি সে ? আরাধনা সে কি বিধাতার ?
রমণীর রূপ কি সে ? যশের নিভৃত চিন্তা তা কি ?
নহে নহে, এ সবের মত' নহে অত বড় ফাঁকি !

হেন কাম্য কি সে তবে—বাঞ্ছনীয় সবাকার চেয়ে ?
সে আমার—সে আমার—সে আমার ছিল ছোট মেয়ে !
বিধাতারও চেয়ে সত্য সে আমার ঐটুকু ইলা—
আত্মার আত্মীয়তম—অন্তরের গূঢ় অন্তঃশিলা ।

কে বলে নাস্তিক আমি, কার সাধ্য বলে যে নাস্তিক !
তবু বলি তার চিন্তা—সে আমার ঈশ্বর-অধিক !
সর্ব্বপুণ্য চেয়ে বড়, স্বর্গ চেয়ে প্রিয় সে বিশ্বাস,
নয়নের সত্যদৃষ্টি, মরমের পরম নিঃশ্বাস !

---

* কন্যাবিয়োগে

দুদিনের সে আমার শাশ্বত ব্রহ্মাণ্ড চেয়ে বড় !
যাহা-কিছু শ্রেয় প্রেয়, সমস্ত হইতে গুরুতর ;
গুরু ইষ্ট সে আমার ; ষড়ৈশ্বর্য্য, অখিল জগৎ
তার কাছে তুচ্ছ, হেয়, অবজ্ঞেয় ভস্মমুষ্টিবৎ !

ঐটুকু ছোট পায়ে কতদূর গেল সে যে চলি' !
সেখানে যায়না যাওয়া ? সে পথ কি দিতে পার বলি' ?
যতই দুর্গম হোক—থাকো যদি কোথাও দেবতা,
ইঙ্গিতে অস্পষ্ট করে' একবার বলো সেই কথা।

ভেবেছিনু বলিবনা, আমার যা, আমারি তা থাক্,
বজ্রে বাঁধি' বক্ষতল রুদ্ধশ্বাসে ছিলাম নির্ব্বাক !
কেন ফেলিলাম বলি', কেন বলিলাম,—নাহি জানি,
মর্ম্মন্তুদ শোক বুঝি মানেনাক সংযমের বাণী !

বুক-ফাটা ব্যথা তার অর্থহীন শব্দরূপ ধরি'
বাহিরায় অকারণে সরমে সঙ্কোচে নাহি ডরি' !
তেমনি প্রকাশ বুঝি হবে এর, অথবা প্রলাপ ;
কিম্বা হবে আর কিছু, নহে কিন্তু ছন্দের বিলাপ !

হাসিও না কাব্যামোদী, মহাকাব্য হ'তে যাহা বেশী,
তাহার কি ভাষা আছে ? ভাষা সে ত শব্দ বহির্দেশী !
অন্তর্গূঢ় যে বেদনা, তার কাছে সর্ব্ব ভাষা মিছে !
অশ্রু বুঝি ভাষা তার, চক্ষে যাহা নিঃশব্দে ঝরিছে।

---

(২)
কালো

কথাটি তোর না ফুটতে আজ তোর কথাটি শেষ হ'ল যে কালো,
শরতে তাই নাম্‌ল শাওন প্রদোষে ঐ ঢাক্‌ল উষার আলো!
ধরেছিলাম সোণার হরিণ গলাটি তার জড়িয়ে মায়ার ফাঁসে,
কোন্ বনে সে পালিয়ে গেল, ডাক এল তার কোথায় কোন্ আকাশে!

মনের মাঝে প্রাণের মাঝে চোখের কালো, নিলি কি তুই বাসা,
একটি ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে হিয়ার বাতি, জীবন-রাতের আশা?
তুইত গেলি সমুখ থেকে, কালো ত তোর পড়্‌লনাক ঢাকা,
তোরি কালো ছড়িয়ে আজি ভুবন যে মোর হ'ল কালীমাখা!

যে আঁখিতে দেখায় আলো, কালোবরণ তারি যেমন তারা,
সেই তারাটি হারা হ'লে বিশ্ব যেমন হয় সে আঁধিয়ারা;
দেহ মনের সেই তারাটি কোথায় গেলি আমার আকাশ ছাড়ি'—
কোথায় গেলি কালো আমার কালো করে' মনের ঠাকুরবাড়ী?

সেবায় বুঝি ত্রুটি ছিল, পূজায় বুঝি পড়্‌ল কোথাও বাদ,
উপচারে অভাব কি সে, অর্ঘ্যে বুঝি ঘট্‌ল অপরাধ;
তাই বুঝি আজ ছেড়ে গেলি, এঘর কি মা লাগ্‌ল না তাই ভালো,
দেব্‌তা আমার ঠাকুর আমার লক্ষ্মী আমার, ওরে আমার কালো!

নীহারিকা

প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখি. শয্যাখানি ছাড়ি'
অস্থির হইয়া উঠে যেতে তাড়াতাড়ি
নদীর কিনারটিতে ; শুনিবেনা কানে—
বাড়ীতে নাওয়ার কথা—কেন সেই জানে !

বুঝিতে পারিনা আর, সেদিন গোপনে
লুকায়ে ব্যাপার তার হেরিনু নয়নে।
ছয়মাস আগে তারি ছোট বোনটিরে
যেখানে করেছি দাহ জাহ্নবীর তীরে,
ঠিক তারি পাশটিতে চুপ করে' চেয়ে
হেরিলাম এক দৃষ্টে বসে' আছে মেয়ে !

মৌন কণ্ঠে নাহি বাণী, চক্ষে নাহি জল,
বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টি বুঝি সে কেবল
খুঁজিয়া দেখিতে চায়, কি করিয়া ধূলি
কোথায় রাখিল তারে লুকাইয়া তুলি' !

ভস্মপাশে ফুলমালা—মূর্ত্তিমতী শোক,
বুঝিলাম গঙ্গাস্নানে তাই এত ঝোঁক !
বহুদিন পরে চোখে ফিরে' এল জল,
জাহ্নবীর ভরা আঁখি করে ছল ছল !

দেশবন্ধু

হায় অভিশপ্ত দেশ, তোমারে কি দিব আর দোষ !
সমগ্র জাতির 'পরে বিধাতার পুঞ্জীভূত রোষ—
সহস্র বর্ষের পাপ—এক জন্মে লুপ্ত কভু হয় ?
দেবের অসাধ্য যাহা, মানবের সাধ্য তাহা নয়।
তোর যে তেত্রিশ কোটি, লক্ষ রূপ, লক্ষাতীত মত,
এ নহে সগরবংশ—কি করিবে একা ভগীরথ ?
শঙ্খ মুখে ফুকারিয়া প্রাণ সে ত করিলা অর্পণ,
তবু জাগিল না ভস্ম, কলঙ্কের হ'ল না তর্পণ !

হায় দুর্ভাগিনী মাতা, কি পুত্রই ধরেছিলি বুকে,
ধর্ম্ম একা জানে তারে মর্ম্মে তার বাক্যহীন মুখে।
কেহ চিত্তে কেহ বিত্তে কেহ দানে কেহ বা কল্যাণে
কেহ ভোগে কেহ ত্যাগে কেহ বীর্য্যে কেহ বা সম্মানে,
নানারূপে নানাভাবে আপন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ভরি'
দেখেছে তাহারে লোকে আপনার মনোমত করি' ;
কিন্তু কোথা উৎস তার, উৎসব যাহার দিকে দিকে,—
অন্তর্য্যামী জানে শুধু অন্তরের গুপ্ত ধনটিকে !
কোন্ গূঢ় প্রকৃতির বহির্মুক্ত বিচিত্র বিকাশ,
শতধারে আপনারে শক্তিরূপে করে স্বপ্রকাশ !

বিচিত্র এ চিত্ত-কাব্য! কল্পনা আপনি মানে হারি,
একাধারে ভীমকান্ত—সহজে বুঝিতে নাহি পারি।
শাবকের ওষ্ঠপুটে বিগলিত করুণার ধারা
স্তন্যরূপে পিয়াইয়া যে সিংহী আনন্দে আত্মহারা,
সেই মূর্ত্ত করুণাই মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড রূপ ধরি'
শত্রুর উদ্ধত শিরে উদ্যত হিংসার বজ্রে পড়ি'
মিটায় শোনিততৃষ্ণা—দুধে রক্তে তীব্র মাখামাখি,
মমতার মর্ম্মনীড়ে পালিত উদগ্র বাজ পাখী!
ভীষণ এ ভালবাসা—চক্ষে বহে অশ্রুর নির্ঝর—
তারি কণ্ঠে বজ্র বাজে, তারি হস্তে উগ্র ধনুঃশর!

তাই আজি মনে হয়, কেমনে পারিলে প্রাণ দিতে—
নিতান্ত সহজে তুমি অনায়াসমধুর ভঙ্গীতে!
হে বীর হে দেশবন্ধু সৌম্যকান্তি হে চিত্তরঞ্জন,
তৃষার্ত্ত দেশের চিত্ত—ভারতের নয়ন অঞ্জন!
ঐ ক্ষুদ্র নরদেহে এত প্রাণশক্তি ছিল কোথা,
লঙ্ঘি' দেশ দেশান্তর জাগাল যা জীবন-বারতা
মুমূর্ষু মানব মর্ম্মে! জ্বলন্ত পাবন বহ্নি শিখা—
আঁধারে জ্বালিলে দীপ জীবনেরে করিয়া বর্ত্তিকা!
কে বলে জ্বরের দাহ? দীপ্ত প্রাণ অগ্নিগর্ভ তেজে
না পেয়ে ইন্ধন তার আপনারে ভস্ম করেছে যে!

কে বলিবে মৃত তুমি—অমৃত কাহারে তবে বলে ?
যে পাথেয় সঙ্গে লয়ে মর্ত্তের মানবযাত্রী চলে,
তাহারি সন্ধান বহি' যুগে যুগে আসিয়াছ তুমি—
কালে কালে পদস্পর্শে পুণ্যময়ী করি' মর্ত্ত্যভূমি !
আবার আসিবে তুমি, তাও জানি নিশ্চয় নিশ্চিত,
ব্যর্থ হইবার নহে তোমার ও অঙ্গুলি ইঙ্গিত।
কে তুমি বলিবনাক—কে তুমি যে দেশ নাহি জানে,
তার কাছে সত্য মিথ্যা, চিত্তশক্তি লুণ্ঠিত সেখানে ;
সুন্দর সেখানে ম্লান—আত্মা তার নহে মৃত্যুঞ্জয়—
তোমার মাভৈঃ মন্ত্র কভু তারে দিবে না অভয়।

যুগাবতার চিত্তরঞ্জন

সেদিন দুর্য্যোগ রাত্রি, তুমি গেলে চলে',
যাবার সময় কারে কিছু নাহি বলে' !
—এ কেমন রীতি বন্ধু, সারা দেশ যারে
ধ্রুব নক্ষত্রের মত মানি' পারাবারে
যাত্রা করেছিল সুরু অন্ধকার রাতে,
তাদের অর্পিয়া গেলে আজি কার হাতে ?

দেশ যার অস্থি মজ্জা, দেশ যার প্রাণ,
সর্ব্ব ধর্ম্ম চেয়ে বড় দেশের সম্মান
যার কাছে—সেই দেশ তেমনি ধিক্কৃত
রহিল পড়িয়া পিছে, তেমনি নির্জ্জিত—

তুমি ছেড়ে চলে' গেলে বন্ধু হয়ে তার,
বিশ্বাস না হয় এই বিস্ময়-ব্যাভার!
—তাই নাকি? স্বর্গ হ'তে অমৃত সন্ধানে
তোমার এ মহাযাত্রা তাহারি কল্যাণে?

তাই হোক্—দারুণ এ বিয়োগের ব্যথা
সার্থক তোমার পুণ্যে হউক সর্ব্বথা।
মোরা রব পথ চাহি' শোকশুদ্ধ মনে,
সাধিয়া সংযম নিত্য সর্ব্ব আচরণে
আচারে বিচারে কার্য্যে, পূর্ণ মমতায়
সর্ব্বজনে বক্ষে টানি' আত্মীয় ব্যথায়;
তব প্রিয় কার্য্য হোক্ আমাদের প্রিয়,
তোমার নির্ভয় শান্তি সমাচরণীয়
হউক সবার প্রাণে; স্মরি' তব মুখ
বাঁধুক বিপুল বীর্য্যে বারো কোটি বুক—
যতদিন দেশবন্ধু নাহি আসে ফিরে'
যুগান্তের নববার্ত্তা বহি' নব শিরে!

সেদিন আসিবে কবে? এই দেখ বীর—
আমরা ফেলিনু মুছি নয়নের নীর।

কবি চিত্তরঞ্জন

'মালঞ্চ' শুকায়ে গেছে—
ফুটিবেনা আর বসন্তের ফুল ;
আগাছা আকন্দ শুধু
উঠিছে নিঃশ্বাসি'—অতীতের ভুল !
কাঁটার বেড়াটি আজি
ভাবে রুক্ষ মনে—একি হ'ল হায়,
কুটিল কটাক্ষ মোর
এতদিনে বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায় !

কে ছিঁড়িল 'মালা'গাছি—
ভ্রষ্ট ফুলদল পড়ে ঝরি ঝরি';
প্রিয় কণ্ঠে কি পরাবে—
ভাবে তাই বসি' 'কিশোর—কিশোরী'!
'অন্তর্য্যামী' জানে শুধু
মুগ্ধ সে হিয়ার গোপন বেদনা,
অতল পাতাল তলে
কোথা ছিল তার নিভৃত সাধনা!

সাগরের ডাক শুধু
ভেসে আসে আজ 'সাগর সঙ্গীতে',
নাই নাই কবি নাই—
হায়—হায়—হাওয়া কাঁদে ধরণীতে!
চিত্ত নাই, মন নাই—
প্রাণ নাই আর সংসারের কাজে;
অজানা বাঁশীর সুরে
কথাটী তাহার ব্যথা হয়ে বাজে!

বীর প্রয়াণ

মৃত্যু করিয়া পণ—
মুক্তি-সমর মহা সঙ্কটে,
বাঙ্গলার সেই ভাগীরথী তটে
আবার বাধিল রণ !
অদ্ভুত রীতি—নূতন প্রথায়
চিরজয়ীদের কে ঐ হটায়
ঘাঁটি পরে ঘাঁটি জিনে ;
দুর্দ্দম কে রে বিক্ষতাঙ্গ—
ভ্রুভঙ্গে ভাঙ্গি' অরিতরঙ্গ
জয়মালা লয় ছিনে' !

সে দিনের মত রণ অবসান,—
কাল প্রাতে পুন বাজিবে বিষাণ ;
সৈন্য শিবিরে ফিরে !
বিজয়বাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্
স্তম্ভিত অরি হেরি' বিক্রম
—সেই ভাগীরথী তীরে !
সহসা কে যেন সাথীরে শুধায়,
সর্দ্দারে কেন দেখিনা হেথায়—
সর্দ্দার কোথা ভাই ?

কোথা সর্দ্দার! জয়বিহ্বল
বাহিনী পলকে ভয় নিশ্চল;
—সর্দ্দার ফিরে নাই!

অধীর সমীর থমকিলা থির,
শান্ত তটিনী তরঙ্গ নীর,
আকাশের শ্বাস বন্ধ,—
সহসা সমুখে হুতাশন মুখে
হেরিলা সকলে স্পন্দিত বুকে,
আঁখিতারা নিস্পন্দ!
সর্দ্দারে বহি' উড়ে ধূমরথ,
লঙ্ঘি' কানন নদী পর্ব্বত—
ঊর্দ্ধ আকাশ পানে;
পবনে পবনে অস্ফুট রোল,
গগন ভরিয়া উঠে হরিবোল,
কাঁপে নভঃ জয়গানে।

সন্ধ্যা-রবির অস্ত আবির
রঞ্জিত করি' গঙ্গার তীর
আঁধারে আবরে বিশ্ব;
সৈন্যকাতার যেন কায়াহীন
ছায়াসম ধীরে তিমির বিলীন,
জড় নিৰ্জ্জীব দৃশ্য!

নাহি কোন গতি, নাহি যেন প্রাণ,
কর হ'তে খসে' পড়েছে কৃপাণ,
যেন ছবিসম আঁকা,
শুধু হায় হায়, শুধু হাহাকার
উঠে শবাকার মুখে সবাকার,
ভীতি ও নিরাশা মাখা

হেন কালে সেথা সন্ন্যাসী ধীর
মহাত্মা কোনও কহে গম্ভীর—
ভয় নাই শোক নাই ;
সেনাপতি তব যে কার্য্য আজি
সাধিলা হেথায় বীর বেশে সাজি'
নাহি তার তুলনাই !
মর দেহ ধরি' সে আজি অমর,
তাই নিল তারে বিধাতার বর
অমরের অমরাতে ;
ত্যজ ক্ষণিকের এই দেহ-শোক,
অনুসর তার কীর্ত্তি-আলোক
তারি মত নিষ্ঠাতে !

হের সে প্রাণের গভীর মর্ম্ম
ভুলাইল চিরাচরিত ধর্ম্ম
এ মোর জীবন সাঁঝে ;

শুনি' তার নব কর্ম্মের গীতা
বাণী মোর আজি সমুল্লসিতা
নবীন দীপকে বাজে!
দেশাত্মবোধ যজ্ঞের লাগি'
শক্তির পথ লহ আজি মাগি'
মুক্তিমন্ত্রে তার,
ঐক্যসূত্রে বাঁধ জনে জনে
এক-এক-এক জপ মনে মনে
একান্ত অনিবার।

শুনি সেই বাণী সত্য মহান্
বিদ্যুতে যেন ফিরে' এল প্রাণ
অচল সৈন্যদলে;
বিদ্যুতে যেন ঝলি' উঠে মুখ,
বিদ্যুতে যেন ভরি' উঠে বুক,
বিদ্যুৎ চোখে জ্বলে!
গৃহ বিশ্রাম ভুলি' গিয়া সবে
আবার মাতিলা বিজয়োৎসবে
স্মরি' সর্দ্দার নাম;
অসাধ্য বুঝি হইবে সাধ্য,
সিদ্ধ হইবে চিরআরাধ্য
শক্তির অভিযান!

জগদিন্দ্র তর্পণ

ইন্দ্রপাত—সত্য সে কি—মহারাজ জগদিন্দ্র নাই ?
বীণাপাণি হে বাগ্দেবি, সত্যবাণী তোমারে শুধাই ;
কাল ছিল, আজ নাই, এ রাজা ত হেন রাজা নয়—
সে যে মানুষের রাজা, সে ত নহে রাজ-অভিনয় !

এরি মাঝে কি বলিয়া সে কথা বুঝা'তে যাব কারে ?
জানি, ভেসে যাবে বাণী বেদনাবিহ্বল অশ্রুধারে—
আজি এ তর্পণ-দিনে ; কিন্তু তবু সত্য কভু নয়—
মহারাজ চলে' গেছে ! এ কথা কে করিবে প্রত্যয়
সত্যের শাশ্বত চোখে ! যারা বলে মহারাজ নাই,
কভু কোন দিন তারা মহারাজে চক্ষে চেনে নাই !
রাজার পোষাক ছেড়ে নিত্য রাজা এল এতদিনে,
অমরার সিংহাসনে অজরার রাজ্য তার জিনে'।
রাজসজ্জা চলে' গেছে, কি হয়েছে ? যায় যদি যাক্,
মানবের মহারাজা নিত্য-চিত্তে সঞ্জীবিত থাক্ ।

দেহসজ্জা রাজা নয়, নহে রাজা রাজ-আড়ম্বর,
ঐশ্বর্য্য বিভব বিত্ত রাজা নয় রাজ-কলেবর ;
সত্যকার রাজচিহ্ন মানুষের মর্ম্মরক্তে আঁকা,
কালের দুর্গম দুর্গে উড়ে যার বিজয় পতাকা !
ভিখারীর ছেলে রাজা জগৎ দেখেছে বারবার,
আত্মার সে রাজটীকা বাহিরের ধারেনাক ধার !

কভু কোনো দিন তরে, যুগে যুগে সাক্ষী তার আছে ;
তাই বিশ্ব নরমাঝে নররাজে নিত্য পূজিয়াছে।
জগতের জগদিন্দ্র মরিতে পারে না কভু আজ,
চিরন্তন রাজসূয়ে চিরন্তন সে যে মহারাজ!

দু'দণ্ডের রাজা হ'লে প্রাণের কাঙাল সে কি হয়!
লক্ষ্মীর দুলাল হয়ে চক্ষু তার চির-অশ্রুময়
কভু কি সম্ভব হ'ত? ভিখারীরে বাড়াইয়া কোল
ধরে কি সে রাজবাহু! চিত্তে তার নিত্য দেয় দোল
কাব্যের ঝুলনগীতি! বুভুক্ষিত ব্যথাতুর প্রীতি
উৎসারিয়া অকপটে জলাঞ্জলি দিত রাজনীতি!
দরিদ্র বান্ধবদলে করে সে কি আত্ম-পরিবার
আত্মার আত্মীয় বলি', বিসর্জ্জিয়া আভিজাত্য তার!
ভবানী কি কথা-শেষ? রামকৃষ্ণ সে কি ভস্মসার,?
সমগ্র জাতির চিত্তে তাহারও যে উত্তরাধিকার!

সে ছিল প্রেমের রাজা, বিধির অপূর্ব্ব পরোয়ানা—
যে প্রেমের উচ্চতুচ্ছ আত্মপর থাকে না ঠিকানা ;
যে প্রেম ক্ষুদ্রের কাছে আপনারে ক্ষুদ্রতর করি'
বিছায় প্রাণের রাজ্য সঙ্গোপনে সর্ব্বদেশ ভরি'।
সে যে এনেছিল বহি' স্পর্শমণি শক্তি সুমহান্,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে গুণে সর্ব্বত্র সমান মহীয়ান্।
সাহিত্যের দ্রোণাচার্য্য, সঙ্গীত-শিল্পের গুণিরাজ,
দেশাত্ম-বোধের স্তম্ভ—তীব্র-জ্বালা অগ্নিগর্ভ বাজ!

নীহারিকা

ঋষি-কবি রবীন্দ্রের "পঞ্চভূত" যার নামে গাঁথা—
সে কি শুধু রাজা বলি', সে যজ্ঞের সেও যে উদ্গাতা !

মরুমাঝে মরূদ্যান প্রকৃতির রম্য সে সৃজন,
রাজার প্রাসাদ-মাঝে ভাবের অপূর্ব্ব বৃন্দাবন
আপন অমৃতস্পর্শে গড়েছিলে তুমি ব্রজনাথ,
রাজরাজেন্দ্ররে জিনি' সখ্য-প্রেমে মিলাইয়া হাত
নিত্য সবাকার সনে—কোথা আছে তাহার তুলনা ?
সব চেয়ে সখা মোরে ভালোবাসে, করিত কল্পনা
যে কেহ পেয়েছে সঙ্গ দিনেক বা দু'দণ্ডের তরে—
এর চেয়ে বড় কথা জানিনা ধরণী কোথা ধরে !
নরনাথে ভুলে যদি, ব্রজনাথে কে পারে ভুলিতে ?
অক্ষয় সে সিংহাসন জগতের চিরভক্ত চিতে।

অস্ত গেছে 'সন্ধ্যাতারা' প্রভাতের শুকতারা মাঝে ;
অতিন্দ্রীয় বিশ্ববীণে নিত্য তার দীপ্ত সুর বাজে
অনন্ত অম্বর ভরি'; কেহ শোনে কেহ বা শোনে না ;
কেহ বোঝে অর্থ তার, সামান্য সঙ্কেতে মাত্র চেনা
অন্তরঙ্গ বন্ধু সম ; মূকের ইঙ্গিত-বাণী দিয়া
আত্মীয়-অন্তরতন্ত্রী মূর্চ্ছনায় বাজে যা করিয়া ;
তেমনি তোমার মাঝে পেয়েছি যে সূক্ষ্ম পরিচয়,
হে বন্ধু, জীবনে মোর কভু তাহা ভুলিবার নয় !
রোগে শোকে দুঃখে সুখে চিরদিন রহিবে তা গাঁথা—
নয়নের সঙ্গে যথা অভিন্ন এ নয়নের পাতা।

তবু তুমি চলে' গেছ, ছেড়ে গেছ আমাদের আজ—
সে কথা ভুলিতে নারি, হে অন্তরতম মহারাজ !
অন্তরের মন্ত্রে বন্ধু, ভরে না এ বুকের জঠর,
দেহের বিয়োগ তাই মর্ম্মন্তুদ লাগিছে কঠোর
ধূলির এ মর-মর্ম্মে ; ফিরে' ফিরে' শুধু পড়ে মনে
সেই অনুগ্রহহীন আগ্রহ-উদ্যত আলিঙ্গনে ;
ভাবে-ভরা চক্ষুপক্ষ্ম, প্রাণস্পর্শী সে সমবেদনা,
সাহিত্যসঙ্গমতীর্থযাত্রাপথে সে সহচারণা
সুদীর্ঘ দিবস লাগি' ; সুনিবিড় সেই ভালোলাগা,
সুন্দরের আরত্রিকে কাব্যকুঞ্জে সেই রাত্রি জাগা !

হে রাজেন্দ্র, হে সুহৃদ্, হে কাঙাল, হে বন্ধুবৎসল,
কি দিব তর্পণে আজি—দুই বিন্দু অন্তরশ্রুজল
অর্পিনু উদ্দেশে তব, ঊর্দ্ধ হ'তে তাই লহ আজ,
হে মোর হৃদয়বন্ধু, হে অন্তরতম মহারাজ !
আজ তুমি কাছে নাই, এক সাথে কে কাঁদিবে আর
শুনি' এই কাব্যকথা—তাই মনে পড়ে বারেবার ।

কাশীতে চন্দ্রগ্রহণ

৮ই ফাল্গুন, ১৩৩০

মানবের স্রোত মিলিল আসিয়া গঙ্গার স্রোত সাথে,
তেরশ-ত্রিশ মাঘীপূর্ণিমা রাতে—
এ নব মিলন কর্ দরশন ওরে মন যোড়-হাতে !

গঙ্গা-যমুনা অসি ও বরুণা কত-না যুক্তধার—
গলিতকরুণা যেন বা সে বিধাতার,
কত-না তীর্থরূপে ভারতের রচিলা কণ্ঠহার !

হেন অপরূপ সঙ্গম তবু কভু ত ভাবিনি মনে,
বারাণসীপুরে আজি এ শুভক্ষণে
হেরিলাম যাহা পরম পুণ্যে তৃষার্ত্ত দু'নয়নে।

জনধারা আর জলধারা আসি' মিলিল যে মহিমায়
যোগীশ্বরের জটিল জটাচ্ছায়,
নূতন রসের সে পূত পাথারে ভুবন ভাসিয়া যায়।

তল-তল-তল ছল-ছল-ছল কল-কল জলধারা
গোমুখীর মুখে গঙ্গোত্রীর ঝারা—
ভক্তের লাগি' পতিতপাবনী নামে টুটি' গিরিকারা।

দেশ-দেশান্ত আগত পান্থ করি' প্রাণান্ত পণ
তারি সাথে আজ সঙ্গত দেহ মন,
তপ্ত শীতল, রক্ত ও জল, অলক্তচন্দন !

কে কারে আজিকে করে পবিত্র, ভক্ত কি ভগবান,
কার লাগি' কা'র আজিকার অভিযান ?
ওরে মন এই যুগ্মধারায় করে নে পুণ্যস্নান।

রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্র আবার উদিল ধীরে
বারাণসীপুরে নরগঙ্গার তীরে,—
ভারতের শশী কবে সে আবার হাসিবে এমনি ফিরে' ?

নীহারিকা

আগমনী-বিদায়

মাথার কিরে—বল্‌না তোরা, শুন্‌ছি যাহা, সত্যি তা কি ?
ভোরের মুখে খবর পেলাম—মা ফের ফিরে' আসছে নাকি !
একটু আগেই অরুণ-আলোয় শিউলি ফুলের গন্ধ দিয়ে
বলে' গেল—চল্‌না তোরা আস্‌বি মাকে সঙ্গে নিয়ে।
—সময় ছিল এমন কথায় উড়ে' যেতাম উধাও হয়ে,
মনোরথে কৈলাশ হ'তে আন্‌তে মাকে বঙ্গালয়ে ;
দেবদারুর ছায়াপথে ছড়িয়ে বনফুলের রেণু,
ওষধিতে জ্বালিয়ে বাতি, কীচকবনে বাজিয়ে বেণু,
কাশের চামর দুলিয়ে পথে শরৎ আসার সাথে সাথে
মাকে ফিরে' আন্‌তে ঘরে জাগ্‌ত পুলক প্রাণের পাতে !

আজ সে কথা ভাব্‌তে মনে সুখের চেয়ে ব্যথাই বেশী,
কার ঘরে আজ ডাক্‌ব কারে, বুঝ্‌বি নাকি মুক্তকেশী ?
হিমগিরি—নিঃস্ব সে আজ, মা মেনকা শূন্য ঘরে
কি দিয়ে আজ তিনদিনই বা মেয়েরে তার আদর করে ?
যে পিতা তার ভুবন-রাজা, যে মাতা তার ভুবন-রাণী,
তারা যে আঁজ শক্তিহারা ভিক্ষুকেরও অধম জানি।
বড় ঘরের কন্যা ছিল, আজ কি সে ঘর তেম্‌নি আছে—
পূর্ব্ব দশা ভেবে তারা মরণ হ'লে হয়ত বাঁচে !

তুই বা কেন আস্‌বি মাতা, দেখ্‌বি কি আর বাপের ঘরে ?
দেখ্‌বি এসে সবাই যে তোর শ্বশুর বাড়ীর ধারা ধরে ;
দেখ্‌বি সেথায় শূন্য শ্মশান ভিক্ষা ছাড়া বৃত্তি নাহি,
ঘরে ঘরে দিগম্বরের শিশুরা সব দেখ্‌বি চাহি' ;
দুর্দ্দশা আর দুর্গতিতে দুর্গে আজি দুঃখীদলে,
ভূতের মতন পাগল হয়ে বেড়ায় তোরি ভবনতলে !

আসিস্‌নে মা, আসিস্‌নে মা, আসিস্ যদি এবার তারা,
দেখ্‌বি পথে আল্‌পনা নাই, নয়নধারার বোধনঝারা,
হাহাকারের হাওয়ায় ঘেরা রাজ্য এ যে প্রেতের বাসা,
নাই সে হরষ, নাই সে প্রীতি, নাইকো আশা নাই সে ভাষা ;
আন্‌তে যদি পারিস আবার আগের মতন হরষ হাসি,
তবেই আসিস্, নইলে তোরে চাইনা মোরা সর্ব্বনাশি !

জন্মাষ্টমী

এমনি বাদর রাত্রে ঘন ঘোর ভাদর দুর্দ্দিনে
সমুদিত কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধকারে পথ চিনে' চিনে'
ধরণীর অন্ধ ভালে, মুক্তালোকে দিগন্তর ভরি'
বন্ধন-বিক্ষুব্ধ রুদ্ধ ক্রন্দনের ধ্বনি অনুসরি'।
এমনি দুর্য্যোগ রাত্রে দর্পিতের সর্ব্ব দর্প নাশি'
নির্য্যাতিত বন্দীবাসে ফুটাইয়া আনন্দের হাসি
শ্যামচন্দ্র দিলা দেখা হরিবারে অন্ধ শিলাভার;
হাসিল নিখিল পৃথ্বী দাম্ভিকের হেরি' সে ধিক্কার;
—সেদিন কি কথা-শেষ? হাসিবেনা আর ফিরে ফিরে'
মুক্তির বিমল দীপ্তি তমসার ক্ষুব্ধ বক্ষ চিরে'?
আসিবেনা চক্রহাতে আর কি সে নর-নারায়ণ
শাসিতে কংসের বংশে—নাশিতে এ ব্যথার বন্ধন!
দিকে দিকে শ্বসে বসু, দেশে দেশে দৈবকী যে কাঁদে—
কোথা তুমি আর্ত্তসখা বিলম্বিছ কোন অপরাধে?

নীলকণ্ঠ

ওরে মহাসমুদ্র মন্থনে আজি উঠেছে কেবলি বিষ,
ওরে বুভুক্ষু ওরে ও পিয়াসি, আয় যেথা যে আছিস্ ;
দ্বন্দ ভুলিয়া আয় তোরা—তাই নেরে অঞ্জলি ভরি',
বক্ষের জ্বালা ঘুচিবে তোদের দুঃখের শর্ব্বরী ।
আজি মন্থদণ্ড দণ্ডই শুধু , মন্দার আর নাই,
শেষের বদলে অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া তাই,
দেবতা দানব অভাবে মানব মিলেছি পরস্পরে ;
লক্ষ্মী উঠেনি তাই ত এবার লক্ষ্মীছাড়ার করে ;
নাই সুধাশশী নাই কৌস্তভ, নাহি সে হস্তি হয়,
এবারে কেবলি বিষের ভাণ্ড—সর্ব্বনাশের জয় !

আজি ভারত-সাগর মন্থনে তাই মিলিয়াছে শুধু বিষ—
আয় উপবাসি আয়রে পিপাসি পীড়িত অহর্নিশ ;
কে আছে কোথায় শিবের মতন অশেষ দুঃখভাগী,
আয় ছুটে' আয় বিষের নেশায় আয়রে সর্ব্বত্যাগী ;
শ্মশানে করিবি আসন আয়রে শবেরে করিবি সাথী—
কে কোথা আছিস অস্থির মালা নেরে নে কণ্ঠ পাতি ;
নীলকণ্ঠের মত হলাহল নিঃশেষে করি' পান
অপাওয়া অমৃতে নিখিলের হিতে করে' যারে আজ দান ;
ভয় নাই ওরে নিঃস্ব, তোদেরি পিতা মৃত্যুঞ্জয়—
মৃত্যুরে দলি' চরণে বিশ্ব করিয়া গিয়াছে জয় ।

খেলা

ফাল্গুনের অপরাহ্ন। সঙ্গীহীন। মুক্ত বাতায়নে
বসে' আছি আঁখি মেলি' সম্মুখের কুটীর-প্রাঙ্গনে
নিম্বগাছটির দিকে। দক্ষিণের সুমন্দ বাতাসে
কচি কিসলয়গুলি দুলিতেছে পরম উল্লাসে
হিন্দোল-দোদুল ছন্দে। ভিন্ন রীতি দুটি সঙ্গী মাঝে
প্রকৃতির বক্ষ ভরি' অপরূপ মৌন বীণা বাজে।

সহসা পড়িল নেত্র তারি মাঝে বৃক্ষতলদেশে—
প্রতিবেশী জেলেদের দুরন্ত ছেলেটি নগ্নবেশে
তারি মত হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণ এক ছাগ শিশুসাথে
খেলিতেছে মহানন্দে গ্রীবাটি বেড়িয়া দুটি হাতে ;
কি আগ্রহে কি আনন্দে দেয় চুমা এ উহার মুখে,
সেও ফিরাইয়া দেয় সে সোহাগ অপূর্ব্ব কৌতুকে !
জননী নিকটে নাই, কাজে ব্যস্ত বুঝি গৃহকোণে,
দ্বিধাহীন শিশু দুটি খেলে তাই আপনার মনে !

অন্ধকার নেমে আসে। একা বসে' ভাবিতেছি তাই—
সত্যই কি প্রকৃতির আনন্দের কোন বাধা নাই !
মানুষের অহঙ্কার সত্যই কি সীমারেখা টানি'
পরস্পরে দূরে রাখে রচি' তার ভেদগণ্ডী খানি !

প্রান্তর-পথে

চলেছি প্রান্তরপারে সরু এক আলিপথ দিয়া,
হেমন্তের হিম বায় বহিতেছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ;
সরণি সঙ্কীর্ণ অতি—একজন কোনো মতে ধরে,
ছুটি পাশে পাকা ধান ধীরে ধীরে করস্পর্শ করে
পঞ্জরে ও বাহু পাশে স্বর্ণ-আভা শস্যশীর্ষভাগে—
শির-শির করে অঙ্গ প্রগল্‌ভ সে পরশসোহাগে !

অপরাহ্ন মুদে' আসে সায়াহ্নের আলিঙ্গনপাশে,
চেলাঞ্চল শস্যক্ষেত্রে গোধূলির লগ্ন নেমে আসে।
ফিরিতে পথের মোড়, সহসা সম্মুখে দেখি চেয়ে,
বিপরীত দিক্ হ'তে আসে এক কৃষাণের মেয়ে—
শিরে আটি, কাস্তে-হাতে, দ্রুতগতি, মুখে মৃদু গান,
নিটোল ডাগর কান্তি, বর্ণ ওই ধানেরই সমান।

একেবারে মুখামুখি—চকিতে গুঞ্জন গেল থামি',
চারু দন্তে জিহ্বা কাটি' ধীরে ধীরে পথ হ'তে নামি'
সম্বরিলা বরতনু বক্ষস্পর্শী শস্যমাঝখানে ;
ঈষৎ লজ্জার রাঙা হাসিতে চাহিয়া মোর পানে।
পলকের কাণ্ড মাত্র। মুহূর্ত্ত কাঁপিয়া দেহমনে
বাধাহীন পন্থা বাহি' আবার চলিনু অন্যমনে।

ষোড়ষী না সপ্তদশী, ঘরে তার কে আছে না জানি !
একা ফিরে ধান কাটি'—কতদূরে হবে গৃহখানি !
কি গান গাহিতেছিল, বিরহের অথবা প্রীতির,
কিম্বা কোনো গ্রাম্য ছড়া, ছিন্ন অংশ স্বদেশ গীতির ;
কতদূর গেল চলি'—এ পথে ফিরিবে না ত আর ?
চিরাভ্যস্ত মুক্তচারী, তবু কেন হাসিটি লজ্জার !

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে প্রান্তরের পার দেখা যায়,
সমুজ্জল শুকতারা জ্বলে' উঠে মাঠের মাথায় ।
পথ হয়ে আসে শেষ, ধান্যক্ষেত্র পড়িয়া পশ্চাতে,
হেমন্তের সিক্ত বায়ু লাগে রিক্ত দেহের সীমাতে ;
একটানা দীর্ঘ যাত্রা, ভাবিবার নাহি আজ কেহ,
ঐ টুকু হাসি এই প্রান্তরের পথের পাথেয় !

অ-ধরা

তুমি ধরা কোনোদিন দিবেনাক, সে ত জানি,
তবু ধরিতে তোমারে ধরে' রাখি এ জীবন ;
তাই বাতাসে বাড়ায়ে বাসনার বাহুখানি
আমি মেলে' বসে' থাকি মরমের দুনয়ন।
ওগো চির-চাওয়া ওগো অপাওয়া আমার প্রিয়া—
জানি তোমার আমার মিলন বন্ধু, মরণের পথ দিয়া!

ঐ সন্ধ্যার হাতে হাতটি লুকাবে বলে'
হের প্রভাতের সাধ ফুটিছে দিনের দাহে,
তার মুগ্ধ আঁখিটি মুদিতে আঁধার কোলে
সে যে পলে পলে পলে মরিয়া বাঁচিতে চাহে ;
জাগে সন্ধ্যার আঁখি রাত্রির বাতায়নে—
যবে সকালের চাওয়া মিলায় আঁধার মৃত্যুর আবরণে!

ওরে তবু চাই তোরে তবু তোরে চাই প্রিয়া—
জানি পাব একদিন চির-চাওয়া আর না পাওয়ারই পথ দিয়া!

করবী

প্রভাতের মন্দ বায়ে মুখটি তুলে'
করবি, বল্‌তে কি চাস্‌ ঘোমটা খুলে'
ওলো ও রঙ্গভরা,
ছি ছি আজ পড়্‌লি ধরা
অরুণের রূপের হাটে লজ্জা ভুলে' !

আরো ত পাড়ায় তোর ঐ গুল্মে গাছে-
চেয়ে দেখ্ এক্-বয়সী অনেক আছে ;
কেহ বা পল্লব আড়ে
লুকিয়ে ঘাড়টি নাড়ে,
বড় জোর স্বপ্ন দেখে হাওয়ার কাছে !

চাঁপা, যে উচ্চকুলের স্বর্ণরাণী,
তারো কি অম্‌নি খোলা আননখানি ?
সেও দেখ্ শাখায় পাতায়
লুকিয়ে গন্ধে মাতায়—
তারো ত তোর মত নয় মনজানানি !

গরবি, তোমায় তবু ভালোই বাসি,
হেরি তোর মনমাতানো মুখের হাসি ;
জানি যে আপ্‌না-ভোলা,
সে যে হয় ঢাক্‌না-খোলা,
জানি সে সকল ভুলে' হয় উদাসী ;
করবি, তাই তোমারে ভালই বাসি।

ভুঁইচাঁপা

ভুঁইচাঁপা, তুই ভুঁয়েই ফুটে' লুটিয়ে থাকিস্ ভুঁয়ে–
তোরে হেরে চিত্ত আমার পড়্‌ছে নুয়ে নুয়ে!
নীল আকাশের আলোর পরশ
নীলচোখে তোর বুলাক হরষ
মাটীর কোলের মায়া তবু থাকুক্ তোরে ছুঁয়ে।

স্বর্ণচাঁপা বাড়াক্ বাহু ঊর্দ্ধ আকাশপানে,
ধরার ধরা এড়িয়ে চলুক্ মন যদি তাই মানে!
করুণ চোখে অরুণ সাথে
দৃষ্টি মিলাক্ দিনে রাতে,
গভীর রাতে জানাক্ প্রীতি চাঁদের কাণে কাণে!

তুই হেথা থাক্ তৃপ্ত হয়ে মৃত্তিকা মার বুকে,
মায়ের মধু রসের ধারা লেগেই থাকুক্ মুখে;
তারি মতন পায়ের নীচে
তারি মতন সবার পিছে
থাকুক্‌রে তোর আসনখানি সর্ব্বহারা সুখে।

নেবু-ফুল

ছোট্ট নেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট নেবুর ফুল—
স্বর্ণ উষার কর্ণভূষার বর্ণ তুষার দুল!
চন্দ্রধবল সরস কান্তি
চন্দনজল পরশ শান্তি,
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যা বুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা, বিরহের বুলবুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল—
প্রথম প্রীতির সুমধুর স্মৃতি—ব্যথাভরা দুটি ভুল!
গন্ধপুরীর রাজকন্যার হীরার কর্ণদুল!

ছোট্ট নেবুর ফুল,
মুগ্ধ হিয়ার মন্দির তোরি মন্তরে মস্‌গুল!

নব-বর্ষা

শ্যামগম্ভীর নব মেঘে আজি উঠে বাজি' মৃদু মৃদঙ্গে
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি,
ধারামঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি ;
উতলা পবন বিদ্যুতে সাজি' তারি তলে নাচে তর্জিয়া—
গুরু গুরু গর গর,
রুদ্র বেতাল তারি ফাঁকে হাঁকে বজ্র নাকাড়া গর্জিয়া—
কড় কড় হর হর !

সিন্ধু সরিৎ সাথে মাতে সেই আনন্দে,
দিগ্‌দিগন্ত পাছে পাছে নাচে সে ছন্দে,
মত্ত কানন বৃষ্টিসঘন সুগন্ধে
উঠে উদ্দাম হয়ে ;
নাচে শাল তাল নারিকেল নাচে সে রঙ্গে,
গিরিনির্ঝর ভরে সুর তার সারঙ্গে,
মত্ত ময়ূর নাচে জলদের ভ্রূভঙ্গে
ভুজঙ্গে সাথে লয়ে।

দ্যুলোক ভূলোক পুলকে মাতিয়া তারি তাল তুলে উচ্ছাসি'
জল-তরঙ্গে আজি,
মেঘমল্লার নটনারায়ণ তারি সুর তুলে উদ্ভাসি'
কোমলে কণ্ঠ মাজি' ;

ছন্দে ছন্দে হিন্দোল উঠে কদম্ব ফুটে ইঙ্গিতে,
দুলে' উঠে রস-দোলা,
মানবচিত্তে জাগে সে নৃত্য ঝর ঝর স্বরসঙ্গীতে
সকল বাঁধন খোলা ;

নরনারীহিয়া কেঁপে উঠে বাহুবন্ধনে,
বাদলের ছায়া ঘনায় মিলননন্দনে,
পুলকের ব্যথা বাহিরায় ফাটি' ক্রন্দনে
বরষার ধারা সাথে ;
আষাঢ়ের এই ঘন ছায়া ঘেরা মন্দিরে
তারি সুর বাজে উতলা মনের মঞ্জীরে,
অন্তরতলে লুটায় এ কোন্ বন্দী রে
বাণীহীন বেদনাতে !

সুর-ভগীরথ কে সে সন্ন্যাসী মেঘের শঙ্খ ফুৎকারি'
ধারা-গঙ্গায় আনিল ধরায় ধরিয়া !
মরা নিখিলের বিপুল ভস্মে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারি'
সঞ্জীবনীর অমৃত কে দিল ভরিয়া ?

মৃত্যুঞ্জয় সে নটনাথের তাণ্ডব-নাচা অভয় চরণ তলে
কদম্বকেয়াকুটজ-অর্ঘ্য বিরচিল কবি বরষার ধারাজলে।

শ্রাবণে

শাওন মেঘের ছোপ লেগেছে শালের বনের শিরে,
শ্যামলতার ঢেউ উঠেছে সারা কানন ঘিরে' !
শাখায় শাখায় আকুলতা
তাই চাহে আজ কইতে কথা—
বরষভরা নীরবতার নিবিড় ব্যথা চিরে' ।

কালো কাজল পরশমাখা সজল হাওয়া লেগে
পাতায় পাতায় ঝলকভরা পুলক উঠে জেগে !
গুরু গুরু মধুর বাণী
কাঁপায় তাহার পরাণ খানি,
রোঁয়ায় রোঁয়ায় শিউরে' তুলে ব্যাকুল বনানীরে !

ভাবছে মনে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরবে কখন ধারা,
সফল করে' সকল বেদন সাধন হবে সারা !
যে মিলনের মধুর প্রেমে
উঁচু আসে আপ্‌নি নেমে—
সেই মিলনে বাজবে দুয়ে বিচিত্র একতারা !

শরতে

আজি জলে-ভরা ভাদ্রের চোখে
শরতের দিঠি জ্বলে,
স্নিগ্ধ করুণ আর্দ্র আলোকে
আঁকিয়া জলে স্থলে ;
হাসি হাসি আর কান্না কান্না
হয় হীরা নয় জানি তা পান্না,—
এ যে অসহন মর্ম্মবেদন
চাপিবার শুধু ছল ;
এ হাসির চেয়ে শতবাগুন
বাদলের আঁখিজল !

হাহাকারে-ঘেরা শোকের আগারে
রাজার অভ্যুদয়
করায় যাহারে, পারে বা না পারে,
উৎসব অভিনয় ;
সেই বুঝে এর গভীর অর্থ,
আর্ত্তি-লুকানো প্রাণের তত্ত্ব—
বিধবার মুখে বিলাস-লজ্জা,
প্রণয়ের সম্ভাষ,—
কুসুমের হারে সমাধি-সজ্জা
লুকানো সর্ব্বনাশ !

চির সুধাময় এই কি শরৎ—
দিগ্বিজয়ের দিন !
আজি না মুক্ত মিলনের পথ,
ত্রিজগৎ দ্বিধাহীন ?
যোগায় ধরণী ক্ষুধার খাদ্য,
ঘরে ঘরে বাজে বিজয় বাদ্য,
বরষার বারি সাথে নাকি শেষ
নিরাশা-অন্ধকার ?
এই কি শরৎ সুশুভ্র বেশ—
মূর্ত্তি সে ভরসার !

এ যে দেখি, হায়, বোধনের মাঝে
বাজে রোদনের ধ্বনি,
বিসর্জ্জনের বেদনা ভরা যে
আনন্দ-আগমনী !
বিকচ কুন্দ কাশের আস্যে
হাসে পরিহাস বিকট হাস্যে
হাঁসের পাখায় বিধূনিত আজ
আকাশের অন্তর ;
আলোর আড়ালে আঁধারের বাজ
গরজে নিরন্তর !

আর্ত্ত-পীড়িত পর-পদানত
দুর্ব্বল দীনহীন,
নিত্য-চকিত মৃত্যু-আহত
দিনে-দিনে ক্ষয়-ক্ষীণ,—
তার চোখে এ কি প্রাণের দীপ্তি,
তার মুখে এ কি হরষ তৃপ্তি,
অন্ধ আগার ভেদ করি' তার
এ কি আলোকের শিখা,
উঠে' বসে রোগী করি' পরিহার
নিরাশার যবনিকা !

কোন্ উত্তরে হিমগিরিপারে
পড়িল স্নেহের সাড়া,
জাগিল লক্ষ বক্ষমাঝারে
মমতার মধুধারা !
মৃত্যুর বুকে অমৃত স্পর্শ
ফুটায় যেমন প্রাণের হর্ষ
টুটাইয়া দিয়া নিমেষের মাঝে
পুঞ্জিত অবসাদ ;
উথলিয়া উঠে অশ্রুসাগরে
আলোর আশীর্ব্বাদ !

তাই আয় মাতা, আয় শারদীয়া
শ্মশান-সাহারা মাঝে,
দীর্ণ দলিত বক্ষে ঘা দিয়া
বাজা না যে সুর বাজে ;
আশায় রিক্ত ব্যথায় তিক্ত
শত সংগ্রামে শোণিতসিক্ত—
তবু তারি মাঝে দিব তোর পূজা
জীবনরক্ত দানে,
দশ হাতে তাই নে মা দশভূজা
ভক্তের আহ্বানে।

মাধবিকা

দখিন হাওয়া রঙিন হাওয়া নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী !
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আস্‌ছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির সন্‌সনানির গান করি' ;
মৌমাছিদের মনভুলানি গুণগুণানির সুর ধরে'—
চল্লে কোথায় মুগ্ধ পথিক পথটি বেয়ে উত্তরে ?
লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' বক্ষ আঁকি' চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন্ প্রিয়ারে বাঁধ্‌তে ভুজবন্ধনে !

অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক্ না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো !
তেমনি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেমনি গলার হাঁক্‌টি সেই,
দেখ্‌তে পেলেই চিন্‌তে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই !

কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে'
নারিকেলের কুঞ্জে-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে !
লক্‌লকে সেই বেতসবীথির বলো ত ভাই কোন্ গলি,
এলালতার কেয়াপাতার খবর ত সব মঙ্গলই ?

ভালো কথা, দেখ্‌লে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,
বন্ধু বলে' চিন্‌তে কারো হয়নি তো সে সন্দেহ ?

নরনারী তোমার মোহে তেম্‌নি তো সব ভুল করে—
তেম্‌নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!

আস্‌তে যেতে দীঘির পথে তেমনি নারীর ছল করা;
পথিকবধূর চোখের কোনে তেম্‌নি তো সেই জলভরা?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল-লেখা মন্তরে
আজো তো সেই আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নখক্ষতের চিহ্ন কার
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্ব্বরাতের ছিন্ন হার!
রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুট্‌ছে তো,
শাখায় তারি দুলতে দোলায় তরুণীদল যুট্‌ছে তো?
তোমায় দেখে' তেম্‌নি ডেকে উঠছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ?

তেম্‌নি—সবি তেম্‌নি আছে!—হ'লাম্ শুনে' খুস্‌খুসী,
প্রাণটা উঠে চন্‌চনিয়ে, মনটা উঠে উস্‌খুসী'!
নূতন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি',—
বন্ধু তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছ্বসিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো গ্রহণ করো বন্ধু আমার দণ্ডেকের—
জানিনাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের!

বাসন্তিকা

ওগো ফাল্গুনি হাওয়া,
দিনেক দুয়ের অতিথি আমার, ওগো এসে-চলে'-যাওয়া !
ক্ষণিকের তরে ভুলায়ে আমারে একি এ রঙ্গ সখি,
মাটীর কারায় বন্দীজনায় পরিহাস করিছ কি ?

ও তোমার পরশন
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিছে আমার কদম্ব-হরষণ !
করি' প্রাণপণ বাহু মেলে মন আকুল আলিঙ্গনে,—
ওগো দেহহীন, দিবে নাকি ধরা প্রণয়ের বন্ধনে ?

হে পথিক পথবাসী,
খাঁচার পাখীরে কেন ডাকে তব নীল আকাশের বাঁশী ?
দেহের বাহিরে গতি নাহি যার, গৃহের বাহির করি'
মরণের পারে কেন ডাকো তারে ওগো চির-পথচারী !

তব উপহাস সহি'
ফুটিছে মুকুল টুটিছে বকুল ব্যাকুল বেদনা বহি' ;
লুটি' ফুলরেণু ফুকারিছ বেণু বনবীথিকার ফাঁকে,
মানুষের মন সে কি গো তেমন, কেমনে বাঁচিয়া থাকে ?

কোন্ সে অচল মলয়ের বুকে কোন্ সে কুলায়ে বাসা,
সেথা কি জাগেনা জ্যোৎস্নাযামিনী চির-বিরহীর আশা !
ফুল পাখী অলি তারা—
সবি কি সেথায় বিরাজে বৃথায় উদাসীন দিশাহারা ?

মৃত্তিকামার ব্যথাভরা বুকে বাসনার জাল বোনা,
দেওয়া-নেওয়া আর পাওয়া-খোওয়া দিয়ে জানাশোনা আনাগোনা
সবি যে কান্না-হাসি—
তুমি তার মাঝে চলিবে কি একা বীতরাগ সন্ন্যাসী ?

তাই যদি হয়, ওগো নির্দ্দয়, এ কেমন তব ধারা,
পরে কেন চাহ পরাতে বাঁধন নিজে বন্ধনহারা ?
পরশ-বেদনা দিয়া
পরখ করিতে চাহ, বেদনায় কেমনে বিদরে হিয়া !

দ্বারে বাতায়নে চাহি' জনে জনে কেন কর' ডাকাডাকি,
মৃদু সনসনে মাতাও সঘনে ব্যাকুল বনের পাখী !
ব্যথায় রাঙায়ে তুলি'
গন্ধ লুটিয়া পালাও ছুটিয়া পরিয়া ফুলের ধূলি ?

মিলনের বুকে বিরহ জাগাও, বিরহের বুকে ব্যথা,—
মানবচিত্তে আণব নৃত্যে আনহ চঞ্চলতা ;
সুধীরে সঁপিয়া দোল
বিশ্বখাতায় পাতায় পাতায় কেন তব হিন্দোল ?

ওগো দেহহীন অতিথি আমার, ওগো ও পথিক হাওয়া !
চির-নির্দ্দয় কপট হৃদয়, ওগো পেয়েও-না-পাওয়া !
বড় দুখে দিনু শাপ—
চির-হায়-হায়-এ ফুরাবেনা কভু তব ও মনস্তাপ !

দোল

কে তোদের দোল দিল, তাই বল্—
ও তাল-খেজুর ও বেণুবন, নারিকেলের দল,
কে তোদের দোল দিল তাই বল
শাখায় শাখায় পাতায় পাতায়
অমন্ করে' কে আজ মাতায়,
অচঞ্চলে কর্‌লে কে আজ উচ্ছল চঞ্চল !

ওপার হ'তে আষাঢ় এল চিকণ কালো বেশে—
ইসারাতে সেই কি তোদের ডাক্ দিয়েছে হেসে ?
তারি হাওয়ার হাতছানিতে
জাগ্‌ল কি আজ আচম্বিতে
মর্ম্মরিত শাখায় তোদের হরষ-কোলাহল !

আমার মনেও তোদের মতন অম্‌নি আকুলতা—
বুকের 'পরে আছ্‌ড়ে মরে হিয়ার যত ব্যথা !
তোদের পাগল শাখার ঘেরে
আজকে আমায় জড়িয়ে নেরে—
অমনি করে' দুলুক রে মোর পরাণ বিহ্বল !

দোল যাত্রা

আজ রংমহলের পর্দা কোথায় পড়্‌ল যে খুলে'—
রঙের ধারা লাগ্‌ল রে তাই ধরার ছকূলে !
শুক্‌নো শিমুল কাঁটায় ভরা—
রং মেখে সেও পড়্‌ল ধরা,
অশোক পলাশ হাস্‌ছে দেখে' মনের বেভুলে !

কোন্ গহনে কোন্ সে কিশোর বাজায় বাঁশরী !
দুল্‌ছে সুরে বিশ্ব-জগৎ আপ্‌না পাসরি' ;
দুলছে সাথে চন্দ্রতারা
কালিন্দী-জল তন্দ্রা-হারা,
চিত্তমূলে উঠছে দুলে' নিত্যকিশোরী !

দোলের মাদল উঠল বাজি' তাই কি ফাগুনে ?
ভুবন ভরি' তাই এ মাতন রঙের আগুনে !
বনের মনে ফুলের মেলা
মনের বনে ভুলের খেলা
আজ সহসা জাগ্‌ল সে কার মন্ত্রণাগুণে !

কার সাথে আজ খেল্‌ব হোরী, কার সাথে বা নয়,
পিচকারীতে ছড়িয়ে প্রাণের রঙীন পরিচয় !
রং মেখে এই চাঁদনি রাতে
দুল্‌ব খুসীর হিন্দোলাতে
মরণ এলেও করব হেসে জীবন বিনিময় !

একি দোল!

এ কি দোল, এ কি দোলা—
অসীমের মহাকল্পবৃক্ষে স্বজনের হিন্দোলা!
লঙ্ঘি' অপার আঁধার সিন্ধু
দোলে আনন্দে আলোর বিন্দু,
দুলে' ফিরে দোলা বিপুল ছন্দে, বন্ধন মাগে খোলা—
এ কি দোল, এ কি দোলা!

দোলে দোলা নিশিদিন—
সম্মুখে পিছে দুলিছে কভুবা বাম হ'তে দক্ষিণ!
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা কি রে
উদয়ে অস্তে দুলে' দুলে' ফিরে,
জীবনছন্দ ফুটি' আনন্দে টুটে ক্রন্দনলীন!

অনন্ত অনিবার,
দোলে মহাদোলা, করে দিক্ হ'তে দিগন্ত পারাপার;
বিন্দু হইতে উঠে ব্যোমপারে,
ঝঙ্কার হ'তে ফিরে ওঙ্কারে—
নিমেষ পরশি' মিশে অনিমেষে, হাসি হ'তে হাহাকার!

অম্বরে অম্বরে,
উড়ে দিক্‌বাস নীল কেশপাশ, ত্রাসে শ্বাস সম্বরে ;
অসীম দোলায় মরণপন্থী
কসিয়া বাঁধিছে জীবন-গ্রন্থী—
আয় আয় আয়, যায় যায় যায় শিঙারবে ব্যোম ভরে !
এ কি দোল এ কি দোলা, ;
সৃজনের মহাকল্পবৃক্ষে প্রলয়ের হিন্দোলা !

চলে দোল চলে দোলা ;
প্রলয়ের মহাকল্পবৃক্ষে সৃজনের হিন্দোলা !
গন্ধের দোলা ছন্দের দোল,
সিন্ধু সরিতে জাগে হিন্দোল,
ধমনীর স্রোতে ছুটে কল্লোল রাঙা আনন্দ গোলা—
দোলে সৃজনের দোলা ।

কে তুমি দিতেছ দোল ?
কাহারে বেঁধেছ বাহুবন্ধনে, কে ভরেছে তব কোল !
নূতন করিয়া বাঁধিবারে কারে
দোলাছলে দূর কর বারেবারে,
নিমেষের তরে হারায়ে কাহারে বাঁশী কাঁদে উতরোল !

ফাগুন সন্ধ্যাকাশে
কার সাথে ফাগ খেল মেঘে মেঘে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে,
অশোকে পলাশে কার অনুরাগ
ফুটাইয়া তোলে সোহাগের দাগ,
রঙ্গনে ভরা রঙ্গটি কার সরমের রঙে হাসে ?

রসের রঙীন ঝারি
চির অফুরাণ ভরিছে এ কোন্ আনন্দ-পিচ্‌কারী ?
পরশের সুখে বাহু বিহ্বল,
মনে মনে ব্যথা, চোখে চোখে জল,
পরাণের মাঝে দোলে চঞ্চল কোন্ সে মিলনচারী!

তাই হোক্ তাই হোক্—
মাতুক চিত্ত বিভল নৃত্যে বিস্মৃত ব্যথাশোক ;
প্রেম হিন্দোলে হৃদয় দোলাও
জীবনের রসে মরণে ভোলাও,
মিথ্যার রঙে সত্য রাঙায়ে রচগো স্বপ্নলোক ;
তাই হোক্ তাই হোক্—
শাশ্বত দুখে ক্ষণিকের সুখে করে' তোল সার্থক ।

বিপরীত

দখিনা হাওয়ার বিরহযাত্রা উত্তরা অভিযানে,
কোন্ সুদূরের উত্তর সন্ধানে ;—
মোরই প্রাণে তার বিপরীত গতি, হেরি সে পূরবকামী ;
যাত্রা তাহার যৌবনপথগামী !

ফুলের গন্ধ তাহারি পাখায় হয় বনান্তপার,
মন্দমলয়মন্থরগতি তার ;
মোরই প্রাণে তার ত্বরিত যাত্রা, পলকে ভরিয়া মনে
তড়িৎ-গতিতে ফিরে' যায় যৌবনে !

বউ-কথা-কও পাখীর কণ্ঠ মিলনেরই গান গায়
মৌন বধূরে মুখর করিতে চায় ;
মোরই কাছে তার বিপরীত রীতি, কণ্ঠ চাপিয়া ধরে-
বাণীহীন মুখে চোখে শুধু জল ঝরে !

চন্দনবাহী চন্দ্র-কিরণ আঁধারে দেখায় আলো,
উজ্জ্বল করি' অন্ধ পথের কালো ;
মোরি চোখে তাহা নিবায়ে দৃষ্টি সৃষ্টির পথ ঢাকে,
ভিতরে বাহিরে অন্ধ করিয়া রাখে !

ফুল পাখী হাওয়া চন্দ্র-কিরণ—জানি দেবতার দাস,
তাদেরও হৃদয়ে কৌতুক অভিলাষ !
নতুবা কেমনে আমারি এ মনে বিপরীত রীতি তার,
নিত্যনিয়ত বাড়ায় বেদনা ভার !

অভদ্র-কাব্য

প্রভাত হইতে ভদ্রপাড়ায় ঘুরে' ঘুরে' সারা বেলা,
হজম করিয়া হরেক রকম ভদ্র-আনার ঠেলা—
মুখোস-পরাণ মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার,
গরীবের পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার,
সন্ধ্যাবেলায় শূন্য জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে,
ওরে চাষা, তোর আগড়টা খোল্, ঠাঁই দে দাওয়ার ধারে।
তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব কয়ে দুটো সোজা কথা,
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা;
না যদি বুঝিস্, তাও তো বুঝিব, রহিবে না কোন গোল,
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়া শুধু ভদ্র-আনার ভোল!

থাক্ থাক্ ভাই, ব্যস্ত হোস্‌নে, কাঁথাতেই হবে বেশ,
খড়ের বুঁদীটা ওই ত রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্;
এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই;
থাক রে পাগ্‌লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্ দেখি কাছে ভাই।
···খাবার যোগাড়—এখনি কি তার? হৌক্ না খানিক রাত,
হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে, তোর ঘরে খেলে যাবেনাকো আর জাত!
···দাঁড়িয়ে কেরে ও? তোরি ছেলে নাকি? মদ্‌না না ওর নাম
তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে! করে তো রে কাজকাম?
ক্ষেতের কর্ম্মে ভারি দড় নাকি! আহা! ভারি খুসী শুনে'—
কি বল্লি?—এই কুড়িতে পড়িবে সাম্‌নের ফাল্গুনে!

সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড়লোক যারা—খেতে বলে কেউ? মিছে এত বড় হ'লি!
চা ও খানদুই বিস্‌কুট্ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র-আনার ঠাট;
বাজে কথা যাক্—ক'বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন্?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন?
মহাজন-দেনা রাজার খাজনা—হয়েছে তো সব শোধ?
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে' বিবেচনা বোধ!
ওরে ও মদ্‌না, একটা কল্‌কে তামাক্ পারিস্ দিতে?
···দিয়েছিস্ নাকি! এ যে দেখি তুই বাপেরেও গেলি জিতে'

ভাখ্, মানুষের কষ্ট থাকেনা, হয় যদি লোক খাটি,
সোণার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি!
মাটিরই যদি না এ হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন-ছুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহা-মূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তার মুখে,
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়েনা ছুখে;
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরীবের দুর্গতি,
অর্থ-তাহার, চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

সেই শক্তির মূল কথাটাকে ভালো করে' বেশ বুঝে',
আপনার মাঝে আপনার বল লইতে হইবে খুঁজে'!
নিজ ঘরে থেকে পর-ঘরে' যত শিক্ষা সভ্যতার
সেই শক্তির গোড়ায় হেনেছে কুঠার তীক্ষ্ণধার!
নিজেরে যে মূঢ় আপনি মেরেছে, কে তারে বাঁচাবে বল্,
তাই তারে নিয়ে জুয়ো খেলে যত জাত-জুয়াড়ীর দল!
ধনী মহাজন, মনিব কৃপণ রাজা প্রভু সরকার
নানা নামে তারে খেল্‌না সাজিয়ে সাধে নিজ দরকার!
পোষণের নামে শোষণ তাই তো শাসন করিছে বিশ্ব,
নিত্য নিয়ত নিঃশক্তিরে নিঃশেষে করি নিঃস্ব!

পায়ের তলার ধূলা, সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে ;
মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান,
আত্মার সেই মহাদুর্গতি নহে দেবতার দান !
নাই ভগবান নাইক ধর্ম্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে !
দূর করি' সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি' সেই ভেক্ নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে',
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশযোড়া দুর্দ্দিনে।

কি হোল মোড়ল, কথা যে কওনা—ভয় হয় মনে নাকি ?
নিজ ছায়া দেখি' উঠিছ চমকি' নিজেরই আবাসে থাকি !
নিজের বলিয়া বিশ্বাসটুকু হারায়েছ যেইদিন,
সেইদিন থেকে জেনো ভাই সবে হয়েছ শক্তিহীন ;
সেই বিশ্বাস ফিরে' পেতে হবে আপন মর্ম্মমাঝে ;
দেখিবে সকলি সোজা হয়ে যাবে কথায় এবং কাজে ;
মাথার মধ্যে ভগবান আর বুকের মধ্যে বল,
আজ থেকে তাই করে নে সবাই যাত্রার সম্বল ;
করিনু শপথ, সোজা হবে পথ, লক্ষ্মী আপনি সেধে
তোদেরি আবাসে করিবেন বাস·দখলি-পাট্টা বেঁধে !

ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি দুপুর হ'ল বুঝি এইবার,
খাটুনির দেহ, এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার।
সৌরভ যেন পাই বা কিসের, চিড়ে কোটা বুঝি হয়!
ঢেঁকির শব্দ—তাই ত রে ঠিক; সমস্ত বাড়ীময়
নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন—
আর কি চাইরে, কোনও আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন।
অতখানি দুধ—কি হবেরে ভাই, খানিকটা রাখ্ তুলে',
হজমই হয় না খাঁটি দুধ, সে যে বহুদিন গেছি ভুলে'।
এখো-গুড় নাকি! বাড়ীতে হয়েছে? তিন মন দশ সের!
সবি ত বাড়ীর! হায় এ কি দান গরীব গৃহস্থের!

শু'তে যাও ভাই, রাত্রি অনেক, নিদ্রাও পায় ভারি,
হেন মনে হয়, আজ বুঝি প্রাণ শান্তির অধিকারী।
বড়লোক আর ভদ্রলোকের অভদ্র ব্যবহারে
যে জ্বালা পেয়েছি, মনে হয় বুঝি জুড়াইল এইবারে।
সহজ উদার সরল পরাণ, ছেঁদো সভ্যতাহীন,
শুষ্ক রুক্ষ শিক্ষাশূন্য চির নিরুপায় দীন,
তোরি ঘরে যেন মনে হয় আজি সারা ভারতের পথ
অশ্রুসজল রয়েছে চাহিয়া অদূর ভবিষ্যৎ।
দেহ মন দিয়া প্রণতি আমার করি আজ তোরে চাষা,
তোরি দ্বারে আজ দিয়ে গেনু বাঁধা হৃদয়ের ভালবাসা।

বন্যা-সঙ্কট

নয়ক এ বান্—আজ ভগবান্ বাংলা জুড়ে' দেশটাকে
ভাসিয়ে দিয়ে দেখ্ছে তাদের আত্মবোধের চেষ্টাকে।
লক্ষ কয়েক যাক্ না মারা—লক্ষ্য খোদার নয় সেদিক্—
জ্যান্তগুলোর বাঁচার উপায় বাংলা তারে বুঝিয়ে দিক।
লক্ষ কয়েক যাচ্ছে মারা—যাচ্ছে তো ফি বচ্ছরই,
অত্যাচারে হত্যা হয়ে, অর্দ্ধাহারের পথ চরি';
কিচ্ছু সেটা নয়ক নূতন, না হয় গেল বন্যায় এ,
বাঁচ্ছে যারা পশুর মতন—বাঁচ্ছে তারা কোন্ ন্যায়ে!
পরের হাতে প্রাণের খেলা বায়োস্কোপেই দৃষ্টি হয়—
নপুংসকের বংশধারা ভগবানের সৃষ্টি নয়!

দেশযোড়া আজ এই হাহাকার কাগজ-ভরা ক্রন্দনে,
সত্যি [illegible] কাঁদ্‌ত যদি, থাকৃত তাদের বন্ধন এ ?
কান্না চোখের জল কি শুধু, কান্না মাঝে নাই কি প্রাণ ?
প্রাণের কাঁদন শুন্‌বে বসে'—ভগবানের নাই কি কাণ ?
দেশের যদি আত্মা কাঁদে, খোদা কাঁদেন সঙ্গে তার,
প্রলয় জলে বিশ্ব ভাসে বজ্রে জগৎ ভস্ম-সার !
পুরাণ খোলা—পাতায় পাতায় মিলবে তাহার নিদর্শন,
নরের মাঝে সিংহ সাজে, পদ্মে রাজে সুদর্শন !
'সম্ভবামি যুগে যুগে'—ইতিহাসের সত্য এ—
প্রতিদেশেই পাই দেখা তার প্রত্যক্ষে প্রত্যয়ে ।

লক্ষ মানুষ বানে ভাসে—কোন্ দেশে হয় সত্য তা ?
যে দেশ, শুনি, রাজার অধীন, ধর্ম্ম যাহার সভ্যতা !
লক্ষ মানুষ জলে ডোবে—মিথ্যা কথা নিশ্চিত এ—
পশু হ'লেও এমন বলি আজো তোরা দিস্ দিতে ?
তোরা, যারা দাঁড়িয়ে দেখিস্—নুইয়ে মাথা যোড়করে,
করকে তোদের যোড়ে বাঁধা কে রেখেছে জোর করে' ?
মার খেয়ে সে খোদায় মারে সাচ্চা মানুষ-বাচ্চা যে,
মরে'ও তোরা ভিক্ষে মাগিস্, কাণ্ড তোদের আচ্ছা এ !
জাত-ভিখিরীর কপট কান্না—তোদের দেখে ঘেন্না হয়—
হাত থেকে যে ভিক্ষে করে—দান ত তাদের অপব্যয় !

চারধারে তার মাথার পরে আস্‌ছে সাগর তর্জ্জিয়া,
বাস্, খাড়া রও—হাঁক্‌ছে হল্যাণ্ড তারো পরে গর্জ্জিয়া!
শক্ত হাতে বাঁধ বেঁধে সে সিন্ধু-শক্তি জয় করে—
চাচ্ছে না ত ভিক্ষা তারা মরছে না ত ভয় করে' ;
গ্রীণল্যাণ্ডের ফিন্‌ল্যাণ্ডের ল্যাপল্যাণ্ডের দেশবাসী,
তুষার-রাজ্য পরকে দিয়ে পালায় না সে ব্যাসকাশী ;
রাজপুতানার অগ্নি-মরুর হল্‌কা-খাওয়া রাজপুতে
পাথর দিয়ে কেল্লা আরো গাঁথলো জোরে মজবুতে' ;
প্রাণ থাকে যার বুকের মাঝে মান থাকে মন্-মন্দিরে—
জানে না সে বাঁচার উপায় ভিক্ষা করার ফন্দী রে!

আজকে এল অন্নকষ্ট লক্ষ দশেক খস্‌ল তায়,
কাল্‌কে এল মহাপ্লাবন আধখানা দেশ ধস্‌ল হায়!
পরশু এল মহামারী—শীর্ণ হাতে ভিক্ষা চাই,
বাঁচাও রাজা, বাঁচাও ধনী নইলে মোদের রক্ষা নাই।
পায়ে ধরাই উপায় যাদের, উপায় তাদের ভীষণ শাপ,
তাদের বেঁচে থাকার চেয়ে কোথায় আছে এম্‌ন পাপ!
বাঁচতে যদি ইচ্ছা থাকে, বাঁচতে যদি সত্যি চাস্,
দু'হাত দিয়ে দে চুকিয়ে অধীন হওয়ার মিথ্যা ফাঁস।
বাঁচিস যদি, মানুষ হয়ে' বাঁচার উপায় কর আজই,
নইলে দে আজ লুপ্ত করে' বর্ত্তে' থাকার কারসাজি!

ভিক্ষা

(গান)

দেখি—পারি কিনা আজ পারি—
তোদের ঐ ঘরে ঘরে পরাব আজ
আপন হাতের ধুতি শাড়ী।
কাপাসে ঘরের পাশে
তুলো দেয় বার মাসে,
যখনি মন করি তা আপনা থেকে পয়সা বিনা আসে,
ওরে সময় পেলেই চরকাতে তাই ঘুরিয়ে সুতো কাটি—
সে সুতোয় যখন খুসি ঘরের তাঁতে কাপড় বুনি
যা দরকারী।

মায়েরা দুয়ার খোলো !
দেখ ঐ প্রভাত হ'ল
তোমারি ছেলেরা সব দলে দলে দাঁড়িয়ে তোমার দ্বারে ;
তাদের আজ ভিক্ষা শুধু মা জননী, রাখতে হবে কথা—
আজ হতে দিব্যি করে' বলতে হবে পরের বসন
দিলুম ছাড়ি' ।

আজি সব জাগো জাগো,
এ বড় লজ্জা মাগো—
বিদেশী চিকণ সুতোয় গরব করে' অঙ্গশোভা ঢাকো ;
এদিকে আপন ঘরে না খেয়ে যে মরছে আপন ছেলে,
মা হয়ে মুখ হতে তার মুখের অন্ন কোন প্রাণে মা
নিচ্ছ কাড়ি' !

কালো হোক্ নিজের ছেলে—
মা তবু দেয় কি ফেলে' !
অপরের ফরসা ছেলেয় আপন বলার লোভ সে কেমন ধারা ?
বিদেশী কাপড় ত তাই—মনে বুঝে' লাগ' আপন কাজে,
দেখ্‌বে সব ধনে-পুতে লক্ষ্মী আবার আসবে ফিরে'
বাড়ী বাড়ী ।

উদাসী

মোর মন জানেনা মনের মানুষ,
রূপ চেনেনা আঁখি,
আমি তাই চারিদিক দেখে শুনে'
উদাস হয়ে থাকি !
আজ যাহারে ভালো লাগে
কাল্‌কে দেখে' বিরাগ জাগে,
পরশু তারেই দেখে ভাবি
দেখার আছে বাকী !
আমি তাই করিনা সঙ্গে কারো
প্রাণের মাখামাখি—
লোকে ভাবে পাগল বুঝি,
সদাই উদাস আঁখি !

আমি রূপের দিশা পাইনা খুঁজে'—
কোথায় যে তার বাসা,
এক মুখে সে এক-এক সময়
বলে এক-এক ভাষা !

কালো কেশের ঝর্ণাপাশে
কভু বা সে লুকিয়ে হাসে,
আঁখির কোণে কভু দেখি
ঝলক সর্ব্বনাশা!
সারা অঙ্গ ভরি' যখন-তখন
গোপন যাওয়া আসা;
ঠিক-ঠিকানা পাইনা ত তাই
কোথায় যে তার বাসা।

আমি তাইতে সবার সঙ্গে থেকে
সকল সঙ্গহারা,
মোর স্বভাব যে তাই বলে সবাই
পাগল সৃষ্টিছাড়া!
সকল রূপের স্বরূপ খুঁজে'
বরং থাকি চোখটি বুঁজে'—
আপন মনের গোপন তলে
পাই যদি তার ধারা;
সেই অতলে মিলে যদি
সত্যিকারের সাড়া;
বলুক লোকে যেমন খুসী
উদাস লক্ষ্মীছাড়া!

জয়যাত্রা

(গান)

(শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়ের য়ুরোপ যাত্রা উপলক্ষে)

গুণি, তোমার অশেষ গুণে চড়াও নূতন শর—
জিন্‌তে হবে জগৎসভায় সুরের স্বয়ম্বর।
পঞ্চদেশের পাঞ্চালীরে
আন্‌তে হবে এবার ফিরে'
জয়ের যশে ভর্‌তে মায়ের তৃষার্ত্ত অন্তর ॥

পূর্ব্বযুগের দিলীপসম দিগ্বিজয়ী দানে—
পূর্ণ কর আকাশ বাতাস তোমার গানে গানে।
ব্যথায় ভরা বিরস দেশে
হরষ আবার উঠুক হেসে
উৎসারিত রসস্রোতের উচ্ছ্বসিত বানে ॥

প্রিয় আমার, যাত্রা তোমার উঠুক জয়ে ভরি'—
সকল ধনে পূর্ণ ভরা শ্রীমন্তেরি তরী।
যেখানে যা মাণিক আছে
কুড়িয়ে আন' পায়ের কাছে ;
সেই আশাতে সইবে মায়ের বিচ্ছেদ-শর্ব্বরী ।

ভুলের মালা

(গান)

আমার ভুলের ফুলের মালার হেথায় হয়না বুঝি ঠাঁই,
ওগো প্রিয়, তোমার কণ্ঠ ছাড়া কোথায় তা পরাই ?
এই নিখিলের আঁখিজলে
যেথায় হীরার ঝলক ঝলে
বঁধু সেই খানে মোর ভুলের মালার শরণ যদি পাই !

কত গোপন জ্বালার কালো মাণিক যে বুক যুড়ে' দোলে,
কত গভীর ব্যথার রক্তমণি লুটায় যারি কোলে,
সেই উরসের সাতনরী হার
তুল্‌বে গেঁথে ভুলটি আমার
ও সেই উদার বুকের পরশ-সুধার প্রসাদ পেতে চাই।

সন্ধ্যায়

[গজল গান]

রজনীগন্ধা বাস বিলালো—
সজনি, সন্ধ্যা—আস্‌বি না লো?
বিদায়-মায়া বিছায় ছায়া,
ধরণীকায়া করুণ কালো!

ত্বরিতে ফিরে বন-বিহঙ্গ
বরিতে নীড়ে প্রণয়াসঙ্গ;
তরণী তারে ভিড়িছে ধীরে
তিমির নীরে কাঁপিছে আলো।

নিভৃত রাতি কি করি' যাপে—
নিশীথ-বাতি শিহরি' কাঁপে ;
বিরহিনীরা চির-অথিরা
ভাবে অধীরা—মরণ ভালো !

কোকিল ডাকে, আয় বসন্ত,
সখি লো, হাঁকে বায় দুরন্ত ;
আজি এ রাতে পরাণ মাতে
বাহুর সাথে বাহু মিলালো।

বঁধুর চিত্তে দোলারে ছন্দ,
মধুর নৃত্যে ভোলারে বন্ধ ;
টুটায়ে দ্বন্দে ছুটায়ে গন্ধে
মিলনানন্দে অমিয়া ঢালো।

ফিঙে

ফিঙে তুই ফিঁচ্ দুলিয়ে চুল্‌বুলিয়ে চল্লি কোথায় ?
কাননের কাজ্‌লা মেয়ে, লাজ লাগে কি বস্‌তে হেথায় ?
সহসা শিষ্‌টি দিয়ে নিস্‌পিসিয়ে শিরিস শাখায়
উড়ে' যাস্ এক নিমেষে মিস্‌মিসে ঐ চিকণ পাখায় ?
পাখী তোর আন্‌চানানির চঞ্চলতার চম্‌কানিতে
কবেকার চোখ দুটি কার ডাক্ দিয়ে যায় হাতছানিতে !

সে ছিল তোর মতনই মন্‌মোহিনী কৃষ্ণকলি ;
দেখিনি চোখভুলান' রূপটি তেমন, স্পষ্ট বলি ;
ছিল তার বিজ্‌লী চোখের চাউনি চোখা এমনিতর,
পলকে ঝল্‌কে' জ্বালায় ছল্‌কে পালায় যেম্‌নি ধরো ;
ছিল তোর পাখার মতন কষ্টি-কালো কেশের রাশি,
ছিল তার চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো মিষ্টি হাসি !

গিয়েছে কোন্ গহনের কোন্ বনে সে বাঁধতে বাসা,
সেথা সেই অন্ধকারের পথ চিনে' কি যায় না আসা ?
যে ছিল হাল্কা তরল চটুল চপল, একেবারে
তারে কি গুম্ করে' দেয় ঘুম-গারদের বন্ধ দ্বারে !
পাখী তুই চুল্‌বুলিয়ে চোখ্ ভুলিয়ে যাস্‌নে চলে'—
তবু যে তোর মাঝে চাই চিহ্নটি তার দেখ্‌ব বলে' ।

শুভ-দৃষ্টি

বাড়ীভরা লোকজন ; ঘরে-ঘরে গল্প আর হাসি—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত শুভকর্ম্ম কণ্ঠে-কণ্ঠে উঠিছে উদ্ভাসি' ;
চারিদিকে ডাক-হাঁক, একটু নিরালা কোথা নাই ;—
আজি বুঝি বৌ-ভাত ! সাহানায় বাজিছে সানাই
কলকোলাহলপূর্ণ বিচিত্র ধ্বনির বক্ষ চিরে',
বাড়ীতে না পেয়ে শ্রোতা সুর ভেসে বাহিরায় ধীরে !
চলেছে মেয়ের দল, ঝম্-ঝম্ ঝুম্-ঝুম্ ধ্বনি,
সেই সে সকাল থেকে কেবলি বাজিছে আগমনী !
—বেতর স্বরের মেলা—পান দে না, ওরে জল আন্—
উচ্ছ্বসিত শিশুকণ্ঠে আনন্দের উন্মত্ত তুফান !

আরে আরে বর কই ? বন্ধুরা শুধায় পরস্পরে ;
বরের নাহিক দেখা, নাই সে নীচের কোনও ঘরে !
ততক্ষণ কোন্ ফাঁকে খুঁজে' খুঁজে' তেতলার কোণে
দেখে বর, নববধূ একা বসে' কাঁদিছে গোপনে !
ঘোমটার অন্তরালে অশ্রুবিন্দু ঝরি'-ঝরি' পড়ে
স্বর্ণ আভরণে ভরা অঙ্কশায়ী ছুটি হস্ত পরে।
এদিক ওদিক চাহি' ধীরে বর শুধাইলা তারে—
কি হয়েছে—কাঁদ' কেন ? একবার বলনা আমারে !
বলিবেনা, বলিবেনা ?—তত জোরে ঝরে আঁখিজল,
আনন্দ-প্রতিমা চক্ষে ভাষাহীন বেদনা তরল !
কি হয়েছে বল'না গো—বল' বল' লক্ষ্মীটি আমার !
এবারে কহিলা বধূ অতি কষ্টে রুধি' অশ্রুধার—
অস্ফুট মুদিত কণ্ঠে বাহিরিল ধ্বনি অতি ক্ষীণ—
ছোট ভাইটির মোর জ্বর দেখে' এসেছি সেদিন ;
আমারি সে অনুগত—কাঁদে শুধু দিদি দিদি বলি',
মার কোলে ফেলে' তারে লুকায়ে যে এসেছিনু চলি',
ওগো, ছুটি পায়ে পড়ি—
—চুপ চুপ, কেঁদোনাকো আর,
এখনি খবর আমি এনে দিব ভায়ের তোমার।
সমবেদনায় পূর্ণ শুনি' সেই আশ্বাসের স্বর
বধূর ব্যথিত বক্ষে বহে নব শান্তির নির্ঝর !
ঘোমটার আবরণ চকিতে উঠিয়া গেল ধীরে,
ডাগর নয়ন ছুটি জলে-ভরা অমনি সে ফিরে'

মুহূর্ত্তে উঠিল ফুটি' স্বামীর সতৃষ্ণ নেত্রপানে—
সত্যকার শুভ-দৃষ্টি নিমেষে মিলায়ে সেই খানে !
উৎসবের বক্ষোবাসী আনন্দের চক্ষু দুটি ভরি'
অপরূপ হাসি কান্না এক সঙ্গে পড়ে যেন ঝরি' !

আজি এই শুভ দিনে কাঁদিতেছ তুমি নববধূ ?—
কবি কহে অশ্রু নহে—অপূর্ব্ব ও অন্তরের মধু
প্রথম স্ফূরিল আজি ভোগবতী অমৃতের মত'
সমবেদনার বাণে সর্ব্ব বাধা করিয়া প্রহত !
আরক্তিম শুক্তিমাঝে ওই অশ্রুমুকুতাতরল—
ওরি মূল্যে মহনীয় গৃহস্থের রিক্ত গৃহস্থল !

নারী

রমণী বিচিত্র প্রহেলিকা !
অমৃতে গরলে মেশা
অপূর্ব্ব অদ্ভুত নেশা—
আঁধার-বাড়ানো অগ্নিশিখা !
রমণী এমনি প্রহেলিকা—
একাধারে ক্লান্তি তৃপ্তি
শীতল উজ্জ্বল দীপ্তি—
তৃষাহরা গৃহ-মরীচিকা !

একই সাথে টানে ও ফিরায় !
অধরে বিদায়-বাণী
নয়নে ফিরায় টানি'
কঠিনে-কোমল করুণায় !
নারী যে নিতান্ত নিরুপায়—
এক চোখে হাসি তারি
অন্য চোখে ঝরে বারি—
সহজে ফিরানো সে কি যায়,
তাইত ঠেকিনু তারি দায় !

বৌদিদি*

দাদা আমার দৈবাগত, বৌদি তুমি নূতন পাওয়া—
হাস্‌নাহানার কুঞ্জবনে ফুলফোটান' দখিন হাওয়া!
তেম্‌নি উদার তেম্‌নি মধুর, তেম্‌নি স্নেহপরশখানি
এক নিমেষে ভুলিয়ে দিলে দেহ-মনের সকল গ্লানি!
পড়্‌ল মনে কোন্ অতীতে ছিলাম যেন ভাইটি হয়ে,
কোলের কাছে ঘুম পাড়াতে গল্প করে' বায়না সয়ে;
নিত্যি নূতন সোহাগ দিয়ে জান্‌তে আমার মনের কথা,
মিষ্টি মুখের আদর দিয়ে ভুলিয়ে দিতে প্রাণের ব্যথা!
সেই দিদি আজ বৌদি-রূপে মিল্‌ল আজি দূর প্রবাসে,
তেম্‌নি স্নেহ বক্ষপাশে তেম্‌নি স্নেহ চক্ষে হাসে;
ভাই এল তাই দেওর হয়ে নূতন সুধার নূতন টানে—
স্নেহের সাথে রঙ্গ মিশে' নূতন প্রয়াগ তাই এখানে!
দাদার বুকের ফল্গুধারা তোমার হাতের পরশ পেয়ে
উচ্ছ্বসিয়া উঠ্‌ল আজি আকুল হয়ে দুকূল বেয়ে;
ফুলের বুকে সুবাস ছিল সুপ্ত তোমার মুখটি চেয়ে,
যেম্‌নি এলো দখিন হাওয়া অম্‌নি গেল ভুবন ছেয়ে।
জীবন-খেয়ার সন্ধ্যাবেলায় মিল্‌ল যদি মলয় হাওয়া—
শেষ মিনতি রাখতে হবে—এই যেন হয় পরম পাওয়া।

---

* এলাহাবাদের বিখ্যাত য়্যাড্‌ভোকেট্ কবি-বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের উদ্দেশে।

দ্বিপ্রহরে

বইয়ের পাতায় মন বসেনা, খোলা পাতা খোলাই পড়ে' থাকে,
চোখের পাতায় ঘুম আসেনা—দেহের ক্লান্তি বুঝাই বলো কা'কে ?
কাজের মাঝে হাত লাগাব, কোথাও কোন' উৎসাহ নাই তার,
চেয়ে আছি চেয়েই আছি, চাওয়ার তবু নাইক কিছু আর !

*

বেলা বাড়ে, রোদ চড়ে' যায়, প্রখর রবি দহে আকাশতল,
ঝাঁঝাঁ করে ভিতর-বাহির, চোখের পথে শুকায় চোখের জল ;
মোহাচ্ছন্ন মৌন জগৎ, কোথাও যেন জীবনচেষ্টা নাহি,
ক্লিষ্ট আকাশ নির্ণিমেষে দিনের দাহ দেখ্‌ছে শুধু চাহি' !

নীহারিকা

ঘরে-ঘরে আগল আঁটা, আমার ঘরেই মুক্ত শুধু দ্বার,
সেই যে খুলে' চলে' গেছে—তেম্‌নি আছে, কে দেয় উঠে' আর !
পথের ধারে নিমের গাছে একটি কেবল তিক্ত-মধুর শ্বাস
ক্ষণে-ক্ষণে জানায় শুধু গোপন বুকের উদাসী উচ্ছ্বাস !

হাহা করে তপ্ত হাওয়া শস্যহারা বসন্ত-শেষ মাঠে,
চোতের ফসল বিকিয়ে গেছে কবে কোথায় অজানা কোন্‌ হাটে !*
উদার মলয় নিঃস্ব আজি, সাম্‌নে শুধু ধূসর বালুচর—
পঞ্চতপা দিক্‌-বিধবার বসনখানি লুটছে নিরন্তর !

কোন্‌ পথে সে গেছে চলি'—মরুবেলায় চিহ্নটি নাই তার,
লুপ্ত সকল শ্যামলিমা লয়ে তাহার মুগ্ধ উপচার ;
জাগ্‌ছে শুধু প্রখর দাহ তৃষ্ণাভরা বিশুষ্ক জিহ্বায়—
দিনান্ত—সে আস্‌বে কখন ? দম্‌কা বাতাস ধমক্‌ দিয়ে যায় !

একটি উপমা

ভক্ত আর ভগবানে ভেদরেখা এমনি সে ক্ষীণ—
পদ্মকোষে পদ্মপর্ণে যেমন সম্বন্ধ চিরদিন!
মধুভরা মর্ম্মকোষ মধ্যে রাজে সুধাগন্ধ ভরা
পরাগ-কেশর-বেড়া, রেণুর কুঙ্কুম-রজ-পরা,
তারি গায়ে গাঁথা থাকে মধুবাসপূর্ণ পদ্মদল
বেড়িয়া মণ্ডলাকারে, রূপেরসেগন্ধে ঢলঢল!
ভক্ত ছাড়া ভক্তি মিথ্যা; ভক্তি ছাড়া কোথা ভগবান!
ভক্তিরস মধ্যভাগে দোঁহারে করিছে সপ্রমাণ
আঁকড়িয়া পরস্পরে অপরূপ বন্ধনের টানে—
অতি সূক্ষ্ম সে বন্ধন রসময়—রসিকই তা জানে।
কোষে আর দলে দুই কাছাকাছি একই গুণ ধরে,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ কম-বেশী দোঁহারই অন্তরে;
ভক্তে আর ভগবানে অভিন্ন সম্বন্ধ নিরমল—
কোষে আর পর্ণে দুয়ে মিলে' যথা পূর্ণ শতদল!

ডাক

বসেছিলাম নীচের তলায় শুন্‌তে তাঁরি ডাক,
ভেবেছিলাম আদেশ এলে যাব—এখন থাক্ !
এটা-ওটা-সেটা নিয়ে খুঁটিনাটির কাজে
জড়িয়ে কখন্ পোষের বেলা গড়িয়ে গেল সাঁঝে ;
শীতার্ত্ত এই অঙ্গ পরে মোটা কাপড় টানি'
ছড়িয়ে দিলাম ক্লান্ত দেহ শ্রান্তি-আলস মানি'।

সন্ধ্যা-আঁধার নাম্‌ল ক্রমে পূর্ব্ব কোণের ফাঁকে,
ভাবছি মনে এর মাঝে কি জ্বাল্‌ব প্রদীপটাকে—
এমন সময় হঠাৎ শুনে' সন্ধ্যারতির শাঁক
পড়্‌ল মনে, আজ কি তবে আসবেনা আর ডাক !

কেমন হ'ল ? হয়ত বা সেই উপরতলা থেকে
বড় প্রয়োজনের সময় পাননি আমায় ডেকে !
ব্যস্ত ছিলাম নীচের ঘরে আপন বাজে কাজে—
ফিরে' ফিরে' গেছে সে ডাক, শুন্‌তে পাইনি তা যে !

ধড়্‌ফড়িয়ে বেরিয়ে প'লাম ঊর্দ্ধপানে চেয়ে—
খাসমহলের ছাতের উপর উঠ্‌তে সিঁড়ি বেয়ে
তাকিয়ে দেখি, প্রভুর ঘরে জ্বলছে দুটি তারা,
আসনখানি শূন্যে শুধু চেয়ে উদাসপারা ;
চারিধারে দিগ্বধূরা দাঁড়িয়ে আঁখি নত,
কোলের কাছে কাঁপছে সাগর অপরাধীর মত ;
শ্যাম বনানী ধারটিতে তার স্তব্ধ সঙ্গীন হাতে ;
কোন্ সুদূরে জলতরঙ্গ বাজ্‌ছে মৃদু বাতে ;
রাজার দেখা নাইক তবু অচেনা কোন্ স্বরে
শান্তিমন্ত্র উঠ্‌ছে কোথায় প্রশান্ত অম্বরে !

মনে হ'ল, হায়রে পাগল, কি ডাক চাহিস্ আর,
আপন মনের ডাকই যে তাঁর সেবার অধিকার !
সত্যিকারের সে ডাক আসে মনের গোপন কোণে—
সেবার মত প্রাণ আছে যার সেই সে বাণী শোনে।

নিবেদন

'তুমি আমার' এমন কথা বল্‌ব কেমন করে',
'আমি তোমার' বল্‌তে শুধু পারি ;
সেই অধিকার—তাও তুমি আজ ভিক্ষা দেহ মোরে
সাক্ষী করে' এই নয়নের বারি !



হাতদুটি মোর সেবায় তোমার মুক্ত করে' রাখি'
সেবার শেষে যুক্ত করে' দিও,
ভোলানাথের মূর্ত্তিতে মোর দোষটি ভুলে' থাকি'
আশুতোষের তুষ্টি শুধু নিও।

হর' আমার সকল দুঃখ সকল অপরাধ—
হে শিব আমার অশিব কর জয় ;
দেহের দাহে নেত্র তোমার পাঠাক আশীর্ব্বাদ,
মনের মৃত্যু ঘুচাও মৃত্যুঞ্জয়।

হৈমন্তী

পল্লীর বধূ চলিয়াছে পথে, পল্লীতে তবু চেনেনা কেহ,
সারা পল্লীর ঘরেরই বধূ সে, প্রতি ঘর যার আপন গেহ ;
কুহেলি-কুণ্ঠ অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্রমা অভ্রে ঢাকা,
আত্মজনের পরিচয়টুকু দিয়া যায় সবে আভাষে আঁকা ;
সবাই ভাবিছে চিনিলাম বুঝি—তবু ঠিক যেন যায় না চেনা,
সহসা কিসের আড়াল পড়ে যে, তাই ত, নয় ত, হয় ত সে না !
ঝিমি ঝিমি ঝিমি ঝুমুর ঝুমুর ঝিঁঝি সুরে দূরে নূপুর বাজে,
খর্জ্জুরে-ঘেরা দীর্ঘিকাতীরে বল্লরীবেড়া বনের মাঝে ;
প্রতি গৃহপাশে প্রাঙ্গনে ঘাসে পায়ে পায়ে হাসে শিশির স্নেহ—
পল্লীরই বধূ চলিয়াছে পথে পল্লীতে তারে চেনে না কেহ।

দোপাটি কুসুমে খোঁপাটি সাজানো, দলমল করে কণ্ঠে গাঁদা,
চরণ পরশি' ভূঁইচাঁপা ভাবে সার্থক মোর ভূঁয়ের বাধা ;
পুলকাঞ্চিত শালীমঞ্জরী পীতপাণ্ডুর কর্ণভূষা
কালো কেশতলে মুখমণ্ডলে ফুটাইয়া তোলে স্বর্ণ উষা ;
হরিদ্রা ভাবে দরিদ্রা আমি, কোথা পাব ঐ কান্তিসার,
ও যে লাবণ্য ভুবনধন্য ক্ষমা করো দেবি ভ্রান্তি তার ;
অমল সরসী নয়নের তটে তারকাসফরী শিখিছে খেলা,
বক্ষ ভরিয়া চক্রবাকের বক্রপাটল মিথুন মেলা ;
অখিল শোভার লাবণ্যসার কোন্ বধূ চলে পল্লী-বাটে,—
উথলিয়া উঠে রূপতরঙ্গ আলো-ঝলমল উদার মাঠে !

এ নহে গৌরী উগ্র তাপসী রুদ্ররূপসী বৈশাখী,
শ্যামঘন শোভা আষাঢ়-কান্তি এ নহে শ্যামা মাভৈঃ ডাকি' ;
তুষারশুভ্রা হংসবাহিনী এ ত নহে বাণী বসন্তের,
কমলবাসিনী নহে এ কমলা চরণশায়িনী অনন্তের ;
কল্যাণময়ী মূর্ত্তি যে ওই জগদ্ধাত্রী অন্নদার—
ধরারে সাজায় বসুন্ধরা যে বহি' নিজ করে অন্নভার ;
বক্ষ-কলসে খর্জ্জুর-রস পুণ্য পানীয় তুলনাহারা,
অন্নপূর্ণা জননীর মতো কার হেন রূপ হিমানী ছাড়া ?
পল্লীরই বধূ পল্লীদুহিতা পল্লীরই পুরলক্ষ্মী মা—
কবি একান্তে পেরেছে জান্‌তে হেরি' সে মূর্ত্তি দক্ষিণা।

ফাগুনে

(গজল গান)

ফাগুনে ফুলবাগানে ভুলজাগানে' বইল মিঠা বায়,
বাতাবীর ফুল্‌কলিদল বেদ্‌নাবিভল ঘোম্‌টা খুলি' চায় !
অলিদের গুঞ্জরণে কুঞ্জবনে ফুট্‌ল না যার মুখ,
তারা আজ আপনা ভুলে' ঢাক্‌না খুলে' চাইল কি ব্যথায় !
আকাশে অদ্ভুত তারা পলকহারা রঙ্গ হেরি' তার
আঁধারে কৌতূহলে চম্‌কে জ্বলে রাতের আঁঙিনায়।
বিটপীর ঘুলঘুলিতে বুলবুলিতে উচ্চে তুলি' তান
সে কথা লোকের ঘরে জাহির করে মুখর মহিমায় !
তবু সে গন্ধ ছুটায় পরাগ লুটায় মলয় পরশে—
পিরীতি প্রণয় পেলে দেয় সে ঠেলে কলঙ্ক-কথায় !

শরৎচন্দ্র

জানিনা তারিখ মানিনাক সন—বুঝিনা সে ইতিহাস—
বিশ্বের যারা শাশ্বত, জানি, মানেনা বরষ মাস !
কালের কণ্ঠে পরায় যে গুণী বাণীর কণ্ঠহার,
নিত্য-মানব-চিত্তের সুরে বাঁধে বীণাখানি তার,
স্বাধীন প্রাণের রুদ্র সাধনে বিলায় সিদ্ধিফল,
সত্য প্রেমের সেবায় যে সঁপে জীবনের সম্বল,
কে বাঁধিবে তারে জন্মখাতায় তুচ্ছ তারিখ মাসে ?
সে যে কালাতীত—কালের কণ্ঠী কণ্ঠেতে পরেনা সে !

মহামানবের মনের অন্ন বণ্টে যাহার বাণী,
ছন্নছাড়ার বক্ষে বসায় লক্ষ্মীর রাজধানী;,
পতিতে তুলিয়া পাংক্তেয় করে আভিজাত্যের সাথে,
কলঙ্কী হাতে অমৃত বিলায় নরদেবতার পাতে,
শরশয্যার তৃষ্ণা মিটাতে বাণে কাটে ভোগবতী,
পঙ্ক মথিয়া উদ্ধার করে পূজার সরস্বতী ;
পল্লী-পুরীতে রচি' তোলে যে বা রসের বৃন্দাবন—
বয়সের আঁকে জানাইব তারে কোন্ অভিনন্দন ?

শরৎচন্দ্র ফুটিল যেদিন নীল আকাশের পটে,
জ্যোৎস্নাজুয়ারে ভুবন ভাসিল, এইটুকু জানি বটে !
রসের কুমুদ হেসে মেলে আঁখি মানসের সরোবরে,
জীবনের রঙ ঘনাইয়া উঠে মানবের ঘরে ঘরে ;
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে গানে দুকূল ভাসিয়া যায়,
তিথি ও তারিখ কে গণে তখন অপূর্ব্ব মহিমায় ?
অঞ্জলি যুড়ি' বন্দে মানব আনন্দে অবগাহি',—
শত শরতের পরমায়ু শুধু মন তার উঠে চাহি'। *

---

* শ্রদ্ধেয় বন্ধু অদ্বিতীয় কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিক অভিনন্দন উপলক্ষে।

ব্যথার পূজা

বেদনার শুক্তিমাঝে আনন্দের মুক্তাফল ফলে,
যে শুক্তির জন্মশয্যা অন্তরের অন্তরশ্রুজলে।
ব্যথা মোর থাক্ বক্ষে প্রিয়পদে সঁপি' মুক্তাফল,
যে প্রিয় আমার সেই গোবিন্দের চরণকমল।

দুঃখবিবাদী*

দুখী বৈরাগী আখ্‌ড়া খুলেছে শ্মশান-ঘাটের ধারে,
জঙ্গলে ভরা মরা সুঁতিটার মোহানার আড়পারে ।
কয়দিন হ'তে দেখি যে আবার তুলি' মহা হাঁকডাক
দিন রাত নাই কেবলি বাজায় দুঃখের জয়ঢাক !
পল্লীর যত বীণা আর বাঁশী কাণা করি' সবগুলি
দুখ-দুখ-দুখ দুদুখ দুদুখ কপচায় নব বুলি !
শুধু তাই নয়, হেঁকে সবে কয়, মহা উৎসাহে মাতি'
জগতের লোক, চলে' আয় হেথা নিবিয়ে সুখের বাতি ;
মিথ্যা প্রকৃতি মিছে আনন্দ কহি' সত্যের ভানে,
দুই হাত দিয়ে যাত্রীজনের পোঁট্‌লা ধরিয়া টানে ;
প্রকৃতি যদি সে মিথ্যাই হ'ত, আনন্দ যদি মিছে,
কার ইঙ্গিত বহিছে প্রমাণ এই প্রচারের পিছে ?
কুহু কুহু করি' কোকিল যে ডাকে চৈত্র-নিশীথরাতে
হোক্ কুহু কুহু, তবু মুহু মুহু সুখেরই প্রকাশ তা'তে !

---

* কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদী কবিতার ব্যঙ্গোত্তর।

ছবি ও ছন্দ, গীতি ও গন্ধ তুলে' দে রে কারবার,
আকাশ বাতাস ফুল পিক অলি, সাবধান এইবার
তোদের দফাটি শেষ করিবারে দুঃখের রঙে দাগী
নবরূপে আজি উদিল মর্ত্ত্যে দুখবাদী বৈরাগী ;
কল্কির হাতে অসি আছে শুনি, ইহাঁদের হাতে মসী—
তাই লেপি' এরা কালো করে' দেবে ধরণীর রবি-শশী ;
মলয়ভক্ত ওরে মূঢ় দল, পালারে পাতাল ফুঁড়ে',
নতুবা এখনি মন্ত্রের ঝড়ে উড়িবে তোদের কুঁড়ে।
কে যে মরেছিল বাজ পড়ে' কবে শুনিস্‌নি তা কি কাণে,
মনুর বংশ তবু ফিরে' চাস্ নবঘনশ্যাম পানে ?
এখনো মোদের আখড়াতে আয়, ওরে মূর্খের দল,
হাতে হাতে ফল পেয়ে যে তোদের চক্ষে ঝরিবে জল ;
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইতে চাহিবিনা একেবারে—
কেবা সুন্দর কেবা কুৎসিত মোদের অন্ধকারে !

এই বিশ্বের প্রকৃতি হইতে কিছু নাই শিখিবার !
তরুর মতন সহিষ্ণুতা—সে কেবলি কথার মার !
মাটীর মতন ধৈর্য্য এবং বিনয় তৃণের মত,
অগ্নিতে তেজ সলিলে শান্তি পাগলের কথা যত !
পক্ষীর মাঝে প্রথমেই হায়, চটক পড়িল চোখে !
উড়ো' শকুনির খর নজরের বৃথা দোষ দেয় লোকে।
চক্রবাকের প্রেমের কাহিনী কবির মিথ্যা বাণী,
শ্বাপদ ভিন্ন নাহিক অন্য অহিংস্র কোনও প্রাণী !

কুসুমের দোষ শুধু পড়ে চোখে, ভুলি' গন্ধের দান,
রাঙা সন্ধ্যার মন্দিরে শুধু বিলাসীরই অভিযান!
উপমাটি ভালো, তবু সে খাতিরে রহিয়া সত্যাধীন
মক্ষিবৃত্তি হ'তে নারি হয়ে ষট্‌পদে উদাসীন।
এ ব্রহ্মাণ্ডে মাকালই দেখিছ, অন্য অমৃত নাই,
কর্ম্মের বলে ভাগ্যের ফলে, যার যাহা জোটে তাই!

হায় কবি হায়! এমনি করিয়া মিথ্যার ঠুলি পরি'
ভরা দুপুরেতে ঘনায়ে তুলিছ তমিস্রা শর্ব্বরী!
দিনও যেমন রাত্রিও তাই, সমান আঁধার আলো,
দুই আছে বলে' সুখে ও দুঃখে জগতে বেসেছি ভালো;
হাল্কা বলিয়া ফুৎকারে তব উড়াতে চেয়োনা সুখে,
আছে বলে' জীবে জীবনতৃষ্ণা জাগে তাই বুকে-বুকে।
সুখ আছে বলে' সার্থক দুখ, সুখ আছে বলে' আছি,
মরণপন্থী—সেও বলে তাই মরিতে পারিলে 'বাঁচি'!
মোটের উপরে সুখেরই মাত্রা বেশী না রহিত যদি,
কোথা হ'তে এই কাব্যের স্রোত কল্লোলে নিরবধি?
অবিচারে মেঘ ঢালিলে বর্ষা কোথায় থাকিত ভূমি—
কোথা থাকিত এ সখের দুঃখ কোথা বা থাকিতে তুমি?
বুদ্ধের নাম লইও না আর মিথ্যার ইতিহাসে,
দুঃখ দূরের তথ্যে তাঁহারি সুখেরই সাক্ষ্য হাসে!

নীহারিকা

অলীক কথায় মনে পড়ে' যায় সে কালের সেই গল্প,
অল্প আকার কিন্তু যাহার তত্ত্বটি নয় অল্প!
বিশ্বের এই চির-সুন্দর শ্যাম অরণ্য মাঝে
শুষ্ক কাষ্ঠে দুঃখবাদীর শুষ্ক কণ্ঠ বাজে!
খট্-খট্-খট্ ঠক্-ঠক্-ঠক্ কহিতেছে কাঠঠোক্‌রা,
সৃষ্টি-তরুতে কোনও রস নাই নিঃসার সে যে ফোঁপরা!
মহা অরণ্য তথাপি তাহারই জোগায় খাদ্য জল,
মায়েরই মতন চির-ক্ষমাশীল সুন্দর ধরাতল।
ধরণী কেবলি ধূলাবালিময় শুষ্ক নীরস ওঁচা,
খচ্-খচ্-খচ্ চঞ্চু বিঁধিয়া কাঁদিতেছে কাদাখোঁচা;
তথাপি ধরণী জননীরই স্নেহে পালিয়া শস্যে-জলে
হাসিয়া উড়ায় সে মূঢ় প্রলাপ স্নেহেরই করুণাবলে।
বাড়ে তাহাদেরই সন্তানদল—সুখেরই প্রমাণ খাসা!
আহা, বেঁচে থাক্ তবুও বাছারা মোরি বুকে বাঁধি' বাসা।

উচ্ছৃঙ্খল

আজি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে উচ্ছৃঙ্খল—
রাতে অগ্নিতে পুড়ে' গেছে গৃহসম্বল ;
ঝড়ে মন্দির চৌচির বিগ্রহ চূর—
গৃহে রন্ধ্রে তে শনি পঞ্চমে মঙ্গল !

ফুল- মালঞ্চে আজি শুধু কাঁটা জঙ্গল,
সেথা দিবসে দুপুরে ফিরে শিবাদঙ্গল ;
ছিল টল্‌টলে জল যেথা শ্যাম সরোবর,
মজি' পঙ্কে ও শৈবালে হ'ল পল্বল !

ঘরে কর্ত্তা গিয়াছে মরে' গিন্নি পাগল,
রাতে ভৃত্যটি নাই দ্বারে ভেজিবে আগল ;
যেথা প্রাঙ্গন ভরা ছিল কল-কোলাহল
সেথা শিশু দুটি অনাহারে কাঁদিছে কেবল !

আজি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে উচ্ছৃঙ্খল—
তাই যেথায় যা-কিছু ছিল হয়েছে বিকল ;
যেথা কিঙ্কিনি-ঝঙ্কারে ভরা গৃহতল—
সেথা পোড়ো বাড়ি ঝোড়ো বায়ে বাজায় শিকল !

আমি-হারা

আর কিছু চাহে নাই ; চেয়েছিল শুধু সঙ্গে যেতে,
পথের কলঙ্ক যত নিয়েছিল নিজ অঙ্গে পেতে ;—
তবু লই নাই সাথে ;
—প্রমত্ত সে জয়যাত্রাদিনে
কে বহে পথের বোঝা, কে চাহে নগণ্য বলহীনে !
যশের দুর্গম দুর্গে যাত্রা মোর নিঃসঙ্গ একাকী—
দুর্জ্জয় লক্ষ্মীরে জিনি' নিজহস্তে পরাইব রাখী !

সরণী হয়েছে শেষ ; মন্দাক্রান্তা জীবনতরণী
চলেছে ভাঁটার মুখে সন্ধ্যা-ঘোরে তিমিরবরণী ;
লাগিছে পারের হাওয়া জাগাইয়া শীত-শিহরণ,
অজানা সে বৈতরণী সর্ব্বশক্তি করিছে হরণ !
যতদূর চক্ষু যায়, কেহ নাই, কোথা নাই কেহ—
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার নিজ দেহে ঘটায় সন্দেহ !

সহসা পারের বাঁকে কে গো তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
সেই সকরুণ আঁখি, চেয়ে দেখি, অশ্রুবারি ভরি'
সাজায়ে মঙ্গলঘট—অভাগার অমঙ্গল দিনে,
নিরাশার খেয়া-ঘাটে দুরাশার পথচিহ্ন চিনে' !
যতদিন ছিনু আমি, ততদিন চাহিনি ও মুখে,
আমি-হারা অন্ধকারে আজি তুমি হাসিছ সম্মুখে !

বিদায়ে

জীবন-ঘাটের সোপান-সীমা প্রায় ত হ'লাম পার,
যে ক'টা ধাপ রয়েছে আর বাকী,—
ভাঙন-ধরা শেওলা-পিছল তাও যে চারিধার—
পার হ'তে আর পারব সে ক'টা কি?
দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির 'পরে,
আস্‌ছে কাণে কালো জলের ডাক;
তবু আমায় ফিরতে বলিস্ তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ্!

প্রথম যেদিন তরুণ প্রাণের যাত্রা হ'ল সুরু,
সঙ্গে সেদিন কেউ ছিলনা আর
নূতন চলার আবেগভরে বক্ষ দুরু-দুরু
চক্ষে তরল দৃষ্টি সুষমার ;
কাণের কাছে কোকিল ডাকে আকুল কলতানে,
ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলে পা ;
দখিণ বায়ু বুনো-ফুলের গন্ধ বয়ে আনে,
কিছুই যেন নিষেধ মানে না !

পথের মাঝে জুটল সাথী, কেউ-বা খানিক চলে'
সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেল আগে,
কেউ-বা কোথাও পড়ল বসে' কিছুই নাহি বলে',
জানিনা কোন্ গোপন অনুরাগে !
কেউ-বা চলে, কেউ-বা আসে, কেউ-বা ফেলে যায়,
সঙ্গী বলে' কারেও নাহি পাই ;
আপন বেগে চল্‌ছে চরণ চলার আকাঙ্ক্ষায়,
ফিরে' দেখি—সময় তারো নাই !

প্রথম কুড়ির চাতাল 'পরে লাগল নূতন নেশা,
পথের চেয়ে পথের সাথী 'পরে,
ফুলের গন্ধ যেন-বা কার কেশের গন্ধে মেশা—
জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশ ভরে !

চল্‌তে গিয়ে বসে' পড়ি, বস্‌তে গিয়ে চলি,
ভুল হয়ে যায় চলায় না-চলায়,
কাণের কাছে বউ-কথা-কও প্রথম কথা বলি'
বলাতে চায় কোন্ সে অ-বলায়!

এম্‌নিতর নেশার ঝোঁকে কাট্‌ল কত দিন,
হাতের সাথে হাতটি দিয়ে বাঁধা,
দুই কুড়ি ধাপ পেরিয়ে এলাম, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ,
পায়ে-পায়ে পাই যে শেষে বাধা!
পাখীর কণ্ঠ মিলিয়ে আসে ঝোড়ো হাওয়ার হাঁকে,
ফুলের গন্ধ মিলায় সে যে ধীরে;
সঙ্গীজনের টুট্‌ল নেশা কালো জলের ডাকে,
চোখের দৃষ্টি মিলায় নদীনীরে!

সম্মুখের ঐ চাতাল ভরি' নানা লোকের ভিড়,
মন্দিরেতে উঠ্‌ছে কলরব;
চলার গতি সবার যেন আস্‌ছে হয়ে থির,
আসন নিতে ব্যস্ত দেখি সব
ঠেলাঠেলির কলধ্বনি উঠ্‌ছে চারিভিতে,
তারি মাঝে নদীর গরজন;
নিরুৎসাহ মূর্ত্তিগুলি জাগায় শুধু চিতে
অর্দ্ধমৃতের চিত্র সুভীষণ!

ঐ যেখানে ঢেউএর শেষে নদীর পরপারে—
ঝাপসা আঁখির দৃষ্টি-অন্তরালে,
অজানা ঐ আঁধার-ঘেরা অচিন বেড়ার ধারে
সন্ধ্যাবধূ তারার বাতি জ্বালে,—
ঐখানে ঐ সুদূর পারের নূতন পথের শেষে
মোর তরে কি বাজ্‌ছে সাঁঝের শ
এপার—সে ত দেখাই গেল—যাব যে ঐ পারে—
যেখানে ঐ নীল মোহানার বাঁক

লাগ্‌ছে গায়ে শীতের হাওয়া, জাগছে শিহরণ,
ভাব্‌ছি আজ এ জীবন-সীমানাে
নূতন সাথীর নূতন রূপটি কি মনোহরণ,
কি পরিচয় হবে বা তার সাথে!
যে ক'টা ধাপ রইল বাকী, হোক্ বা না হোক্ সারা,
পার পাব ত—যতই বাধা থাক্,
তোরা আমায় করিস্ ক্ষমা, ভালোবাসিস্ যারা,
পেছন থেকে দিস্‌নে আজ আর

ভূতপূর্ব্ব মানসী ও যমুনাসম্পাদক কবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি. এ. লিখিত কাব্য সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত

লেখা

কবিবর শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কাজলা দিদির কবিতাটি সোনার অক্ষরে ছাপান উচিত ছিল। কয়েকটি কবিতা উচ্চ অঙ্গের, বঙ্গসাহিত্যে নূতন। আপনি রবিবাবুর ঝঙ্কার কতক পাইয়াছেন।

বিচক্ষণ সাহিত্যিক ও সুবিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল.,—আজকাল বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে আমরা এ কথা বলিবার অধিকারী যে, সে সকল দায়ে পড়িয়া কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমাদিগকে পড়িতে হয়। ইচ্ছাধীন হইলে সে সকল আমরা কিছুতেই পড়িতাম না। হুতোম বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা লাওয়ারিশ। আজকালকার কবিতার পুস্তক এবং নবন্যাস পড়িতে বসিয়া হুতোমের কথার সত্যতা প্রতি পদে অনুভব করিতে হয়। সেই জন্য এই প্রণালীর কোন উপাদেয় গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিলে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হই এবং শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে। আজ এক জন প্রকৃত সুকবিকে যে আমরা পরিচিত করিতে পারিতেছি, ইহাতে আমাদের বড় আনন্দ। অন্ধকারে একটু আলোক পাইলে, ভস্মস্তূপের মধ্যে রত্ন পাইলে, মরুভূমে একটু জল পাইলে, লোকের যে আনন্দ আজ আমরা সেই আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ভূতপূর্ব্ব মানসী ও যমুনাসম্পাদক কবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
বি. এ. লিখিত কাব্য সম্বন্ধে
কয়েকটি অভিমত

রেখা

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ—তোমার রেখা নিকষে সোনার রেখা —না, তার চেয়ে বেশী—নিশান্তের অরুণ-রেখা!

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., বি. এল—সকল কবিতাগুলিই বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। আমি মোহিত হইয়া পাঠ করিয়াছি। পাঠান্তে নবজীবন লাভ করিয়াছি। ইহা অত্যুক্তি নহে। আমি আপনার ভক্ত। চিরদিনই ভক্ত থাকিব। লেখা নয়—যেন কতকগুলি পারিজাত, সন্তানক, হরিচন্দন! লেখা নয়—যেন কতকগুলি কোহিনুর, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, চন্দ্রকান্ত। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—আপনার সকল কবিতাই অমরত্ব লাভ করিবে।

কবিবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—তোমার রেখা পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার কবিতায় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। এক-একটি ছোট-খাটো রেখার টানে গ্রাম্য দৃশ্যগুলি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে! তোমার কবিতায় 'ফড়িং' ও 'প্রজাপতি'ও আদর পাইয়াছে। তোমার ছন্দবন্ধ সুমধুর; ভাষাও ভাবের উপযোগী। কোন কোন কবিতায় সুললিত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য, আবার গ্রাম্যদৃশ্যের বর্ণনায় ভাবব্যঞ্জক চলিত গ্রাম্য শব্দের নিপুণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার 'রেখা' বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

ভূতপূর্ব্ব মানসী ও যমুনাসম্পাদক সুকবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি. এ. প্রণীত

নাগকেশর

সম্বন্ধে

সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত—

* * * * *

ইতিমধ্যে তোমার নাগকেশর পড়িয়া দেখিলাম। দেখিলাম তোমার লেখনী তোমার কবিত্বকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতন এখনো সমান বেগে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে; এখনো তার ক্লান্তির লক্ষণ নাই, বরঞ্চ নিজের গতিবেগে সে যেন আরো মাতিয়া উঠিয়াছে। তোমার নিপুণ ছন্দের পায়ে পায়ে অনায়াস নৃত্যলীলার নূপুর বাজিতেছে, আবার, তাহার হাতে ও মাথায়, কানায়-কানায়-ভরা বিচিত্র রসের থালি। বোধ হয় এককালে ইন্দ্রসভার রঙ্গভূমিতে তাহার স্থান ছিল, কোন একটা পদস্খলনের অভি-শাপে মর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নন্দনের লীলা ভোলে নাই এবং অমরাবতীর প্রতি এখনো তার দাবী আছে। কিন্তু অমরাবতীর কোন্ মহলের প্রতি তোমার কবিত্বের পক্ষপাত বোঝা গেল না—মনে হইল সকল দিকেই তার লোভ—কি শিবের কৈলাসে, কি বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে, কি সেই অলকাপুরীতে যেখানে বিরহিণীর দীর্ঘনিশ্বাসে শিশিরার্দ্র শরতের করুণ শিউলিগুলি রাত না পোহাতেই ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক।

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।